হইলে তাঁহার প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহারা দেখিল মৃত মনুষ্যের ন্যায় সেনাপতির হাত ব্যাঘ্রের গায়ে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সেনাপতি মরিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া সকলে ব্যাঘ্রকে গুলি মারিতে কৃতনিশ্চয় হইল। ইত্যবসরে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইল ব্যাঘ্র মরিয়া হঠাৎ ভূতলে পড়িল। ব্যাঘ্রধৃত সেনাপতিও ব্যাঘ্রের প্রাণ বধ করিয়া শোণিতাক্ত অস্ত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যে রূপে ব্যাঘ্রহইতে আপনি পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন। তিনি বুদ্ধি ও সাহস পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের কুক্ষিদেশে অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন, তাহাতেই ব্যাঘ্র পঞ্চত্ব পাইয়াছিল।

---

৫৩ বৎসর হইল কতকগুলি ইংরাজ এই দেশে এক তরুতলে ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু এক বিবি বুদ্ধি পূর্ব্বক আপনার হস্তস্থিত একটা বৃহৎ ছত্র খুলিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে ধরিলেন। ব্যাঘ্র ভয় পাইয়া বনে প্রতিগমন করিল। এই উপায়দ্বারা সকলের প্রাণ রক্ষা হইল।

ইংরাজদিগের এক জন সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে আমি এক দিন আপন সৈন্য সঙ্গে পনর ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া এক কর্দ্দমময় বনে পৌঁছিলাম। সৈন্য ও ভারবাহক পশুদিগকে নিতান্ত শ্রান্ত দেখিয়া মনে

করিলাম রাত্রে বনের মধ্য দিয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য, অদ্য বনের এপারেই থাকা উচিত। এই বিবেচনা করিয়া লোকদিগকে তাম্বু ফেলিতে আদেশ দিলাম। পরে শয়ন করিবার নিমিত্ত তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলাম। কোন্ দিকে শব্দ হইল জানিবার নিমিত্ত তাম্বুর দ্বারদেশে গিয়া প্রহরিকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমত সময়ে দেখিলাম একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়া এক জন সৈন্যকে মুখে করিয়া লইয়া গেল। প্রহরী হঠাৎ গুলি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু ভয়ে লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই, সুতরাং ব্যাঘ্রের গায়ে উহা লাগিল না। আমরা ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রক্ত যে দিকে পতিত হইয়াছিল সেই দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইলাম। ব্যাঘ্র এত ক্ষণ তাহার প্রাণ বধ করিয়াছে এই রূপ ভাবিতেছিলাম, ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরক্ষণেই কিঞ্চিৎ দূরে ব্যাঘ্রধৃত সৈন্যেরও হর্ষধ্বনি শুনিলাম। পরে তাহার অন্বেষণ করিতে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে সে আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।

সে কহিল যে আমি বনহইতে তাম্বুর মধ্যে আসিতেছিলাম, এমত সময়ে একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার পরক্ষণেই একটা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলাম। যখন তাম্বুর নিকট দিয়া ব্যাঘ্র আমাকে লইয়া যাইতেছিল, তখন আর এক শব্দ শুনিয়া, এবং আমার ঊরুদেশে কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হওয়াতে, আমার চৈতন্য হইল। প্রহরী ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলি

মারিয়াছিল তাহা আমারই উরুদেশে লাগিয়াছিল। চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম ব্যাঘ্রের হস্তে পতিত হইয়াছি। কিন্তু আমি একবারে জীবনে নিরাশ হইলাম না; সাহস পূর্ব্বক রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার কটিদেশে সঙ্গিন আছে মনে পড়িল, এবং ভাবিলাম যদি কটিদেশহইতে সঙ্গিন বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা বটে। হস্ত বক্র করিয়া সঙ্গিন লইতে অনেক বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মনে মনে এমত ভয় উপস্থিত হইল যে তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। সে সময়ে স্থির হইল যে ব্যাঘ্রের হস্তেই প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। পরিশেষে অতিশয় বল প্রকাশ পূর্ব্বক কটিদেশহইতে সঙ্গিন বাহির করিয়া লইয়া ব্যাঘ্রের স্কন্ধদেশ বিদ্ধ করিলাম। ব্যাঘ্র বেদনা পাইয়া ক্রোধ দৃষ্টিতে আমাকে ভূতলে ফেলিয়া আমার কোমর ধরিল। আমি সঙ্গিন দিয়া তাহার স্কন্ধদেশ বারম্বার বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। ব্যাঘ্র অত্যন্ত যাতনাগ্রস্ত হইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে বারম্বার পড়িতে ও উঠিতে লাগিল। এই রূপে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। আমি এ যাত্রায় ব্যাঘ্রহইতে পরিত্রাণ পাইলাম ভাবিয়া উঠিতেছিলাম, এমত সময়ে ব্যাঘ্রটা আবার উঠিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে ধরিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু পুনর্ব্বার পড়িয়া ঐ রূপ ঘুরিতে ঘুরিতে আমার পা পর্য্যন্ত আসিল। আমি তাহাকে আহত ও পতিত দেখিয়া সঙ্গিন দিয়া বারম্বার তাহার কুক্ষিদেশ বিঁধিতে

লাগিলাম। তাহাতেই ব্যাঘ্র ক্রমে পঞ্চত্ব পাইল। জগদীশ্বর আমাকে এই আসন্ন মৃত্যুহইতে রক্ষা করিলেন বলিয়া কিঞ্চিৎ কাল আঁটু পাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার স্তব করিলাম। পরে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে তোমাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। তোমরাও আমার শব্দ শুনিয়া শব্দ করিতে করিতে আমার নিকটে এই আসিতেছ। যদি তোমরা এত শীঘ্র আমার নিকটে না আসিতে, তাহা হইলে বোধ হয় ক্রমাগত আমার গাত্রহইতে রক্ত নির্গত হইয়া আমিও পঞ্চত্ব পাইতাম।

গঙ্গাসাগরে স্নান করিবার জন্যে অনেকানেক বাঙ্গালী তথায় গমন করিয়া থাকেন। ১৮২১ খ্রীষ্টীয় অব্দের জানুয়ারি মাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সময়ে এক জন ধনবান্ বাঙ্গালি অনেক লোক সমভিব্যাহারে করিয়া স্নানার্থ ঐ তীর্থে গিয়াছিলেন। একদা তাঁহার এক জন সিপাহী বন্দুক হস্তে লইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্যে উপরে একাকী গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে দেখিল একটা ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদান করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত তাহার সম্মুখে আসিতেছে। পরে ব্যাঘ্র নিকটবর্ত্তী হইলে সিপাহী সাহস পূর্ব্বক তাহার মুখের মধ্যে বন্দুকের কুঁদা প্রবিষ্ট করিয়া দিল। তাহাতে ব্যাঘ্রের কোন কোন দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল। ব্যাঘ্র ক্রোধান্বিত হইয়া আক্রমণ করিবার জন্য বল পূর্ব্বক সম্মুখে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সিপাহীও বল পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের মুখের মধ্যে বন্দুকের ঠেলা দিতে লাগিল। সুতরাং উভয়ের বেগবশতঃ

বন্দুকের কুঁদা ব্যাঘ্রের গলার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। ব্যাঘ্র তখন নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া বন্দুকের কুঁদা গলা-হইতে বাহির করিবার জন্যে যত পশ্চাতে আসিতে আরম্ভ করিল, সিপাহীও তত অগ্রসর হইয়া বন্দুক ঠেলিতে লাগিল। পরিশেষে ব্যাঘ্র সাতিশয় কাতর হইয়া ভূতলে পড়িল; সিপাহী তৎক্ষণাৎ সঙ্গিন দিয়া ব্যাঘ্রের উদর বিদ্ধ করাতে সে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে অনেক লোক একত্র হইয়া লগুড়াঘাতে ব্যাঘ্রের প্রাণ বধ করিল।
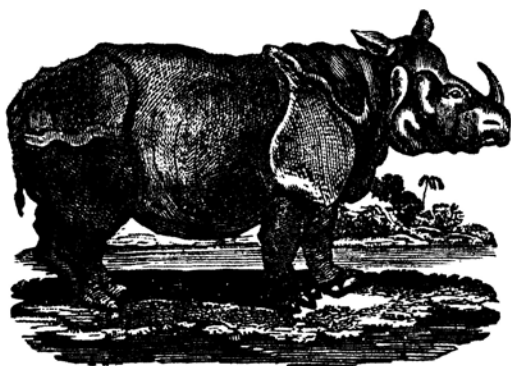
গণ্ডার।

উষ্ণপ্রধান দেশে গণ্ডার জন্মে। ইহাদিগের আকার বৃহৎ ও স্থূল। ইহারা স্বভাবতঃ অলস। যখন গমন করে তখন আস্তে আস্তে যায়। ইহাদিগকে আঘাত না করিলে কাহাকেও কিছু বলে না। কোন কোন গণ্ডারের এক খড়্গ কাহারও বা দুই খড়্গ হয়।

একখড়্গ গণ্ডার।

একখড়্গ গণ্ডারের আকার হস্তি ব্যতিরিক্ত আর সকল পশু অপেক্ষা বৃহৎ ও স্থূল; কিন্তু পরাক্রম হস্তির সমান। ইহারা লম্বে আট নয় হাত; ইহাদিগের শরীরের বেড়ও আট নয় হাত। ইহাদিগের নাসিকার উপর এক শৃঙ্গ নির্গত হয়, উহাকে খড়্গ বলে। ঐ খড়্গ অতিশয় দৃঢ়, নীরেট, ও সূঁচল; উহা লম্বে দুই হাত ও বেড়ে এক হাত পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে। অস্থির সহিত উহার সংযোগ নাই, কেবল মাংসের সহিত সংলগ্ন আছে। গণ্ডার খড়্গ-দ্বারা তুলিয়া বড় বড় গরুকে অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া দিতে পারে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা হস্তি অপেক্ষাও গণ্ডারকে ভয় করে। ব্যাঘ্র সম্মুখে আসিলে গণ্ডার খড়্গ দিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

গণ্ডারের পেটের চর্ম্ম ব্যতিরিক্ত আর সকল অঙ্গের চর্ম্মই অতিশয় কঠিন; উহা কোন অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হয় না। যুবা গণ্ডারের গায়ে সীসার গুলি প্রবেশ করিতে পারে না, উহা লাগিবা মাত্র চেপ্টা হইয়া যায়। এজন্য গণ্ডার মারিতে লোহার গুলি আবশ্যক করে।

জাপান দেশীয় লোকেরা গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল সাঁজোয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করে। গণ্ডারের চর্ম্ম বন্ধুর, স্থূল, কর্কশ, ও রোমশূন্য; এবং সন্ধি স্থানের চর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন। ইহা-দিগের চক্ষু ক্ষুদ্র ও অস্বচ্ছ। কাণ বড় বড়, উন্নত, ও সূঁচল। লাঙ্গূলের অগ্রভাগে কাল কাল লম্বা লম্বা লোম হয়। পা খর্ব্ব, স্থূল, ও অত্যন্ত শক্ত। প্রত্যেক পায়ে

তিন তিন অঙ্গুলি আছে। ইহাদিগের ওষ্ঠ অধরের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া থাকে। গণ্ডার ওষ্ঠদ্বারা খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া লয়। হস্তী যেরূপ শুণ্ডদ্বারা সকল কার্য্য করে, গণ্ডারও সেই রূপ ওষ্ঠদ্বারা সকল কার্য্য করিয়া থাকে।

গণ্ডার মাংসাহারী নহে, এই নিমিত্ত প্রায় হিংসা করে না। এই জন্তু স্বভাবতঃ উগ্র ও ক্রোধবশ নয়; কিন্তু ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে অতি ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করে। কখন কখন বিনা কারণেও ক্রোধ করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় উত্তমরূপ পোষ মানে না। ক্ষুদ্র পশুর মধ্যে শূকর যেরূপ নির্ব্বোধ ও প্রভুভক্তিহীন, বৃহৎ পশুর মধ্যে গণ্ডার সেই রূপ। গণ্ডার ক্রোধান্বিত হইলে সহজ অবস্থা অপেক্ষা তাহার পরাক্রমের অনেক বৃদ্ধি হয়।

৩৩৮ বৎসর হইল পোর্টুগাল দেশের রাজা ইম্মানুয়েল্ একখান জাহাজে করিয়া একটা গণ্ডারকে ইটালি দেশে তাঁহার কোন বন্ধুর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ সে ক্রোধান্বিত হইয়া জাহাজ খান ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এই রূপ আরও একটা গণ্ডার পারিস্ হইতে ইটালি যাইতে যাইতে জাহাজ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছিল।

গণ্ডার শূকরের ন্যায় কর্দ্দমে পড়িয়া থাকিতে অতিশয় ভাল বাসে। নদীর তট কদাচ পরিত্যাগ করে না। হস্তি অপেক্ষা গণ্ডারের সংখ্যা অল্প; হস্তির ন্যায় গণ্ডার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু দিন অন্তর গণ্ডারীর সন্তান হয়। এক বারে একটীর অধিক হয় না। প্রথম মাসের সন্তান দেখিতে কুকুর অপেক্ষা বড় নয়। তখন খড়্গ থাকে না, কেবল চিহ্ন মাত্র দেখা যায়। দুই বৎসরের

সময়ে অল্প অল্প নির্গত হয় ; ছয় বৎসরে আদ হাত হয় ; পঁচিশ বৎসরে খড়্গ সম্পূর্ণ বহির্গত হয়। ইহাতে অনুমান হয় গণ্ডার সত্তর আশী বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

গণ্ডারের শ্রবণশক্তি অতি প্রবল। ভোজন কিম্বা শয়ন অথবা অন্য কোন কর্ম্ম করিতে করিতে যদি কোন দিকে শব্দ শুনিতে পায়, অমনি মাথা তুলিয়া সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকে, শব্দ নিঃশেষ না হইলে আর সে কর্ম্ম করে না। গণ্ডারের চক্ষুর তেজ অধিক নহে, এই নিমিত্ত নিতান্ত সম্মুখের বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু দেখিতে পায় না। সম্মুখে কিছু দেখিতে পাইলে ঠিক্ সোজা অতি বেগে চলিয়া যায়। শরীরের চর্ম্ম অতিশয় কঠিন বলিয়া কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করে না। সম্মুখে বৃক্ষাদি পড়িলে খড়্গদ্বারা তাহা উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। ইহাদিগের ঘ্রাণশক্তি এমত প্রবল যে ব্যাধেরা দূরে থাকিলেও গন্ধদ্বারা টের পায়। এজন্য তাহারা অনুকূল বায়ু পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর প্রতিকূল দিকে গিয়া গণ্ডারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। পরে গণ্ডার নিদ্রিত হইলে নিকটে গিয়া সকলে এক কালে তাহার পেটে গুলি নিক্ষেপ করে।

গণ্ডার কণ্টক বৃক্ষ ইক্ষু ও সকল প্রকার শস্য ভক্ষণ করে। কোমল ঘাস খায় না। ইহাদিগের মাংসে প্রয়াস নাই, সুতরাং কোন পশুর প্রাণ বধ করে না, এবং কোন বৃহৎ পশুর সহিত ইহাদিগের বৈরিতা নাই। সকলে কহিয়া থাকে গণ্ডার ও হস্তী কখন একত্র থাকে না, ইহাদিগের স্বাভাবিকী বৈরিতা আছে; কিন্তু সে

কথা মিথ্যা। এক সাহেব কহিয়াছেন, এক আস্তাবলে হস্তী ও গণ্ডার একত্র ছিল, কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু বলিত না।

গণ্ডার হস্তির ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া থাকে না। বিরক্ত না করিলে মনুষ্যকে কিছু বলে না; কিন্তু ক্রোধান্বিত হইলে খড়্গদ্বারা মনুষ্যের পেট বিদ্ধ করিয়া এমত বল পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করে যে ভূমিতে পড়িবা মাত্র প্রাণ ত্যাগ হয়। গণ্ডার আশপাশের বস্তু দেখিতে পায় না। গণ্ডার যখন আক্রমণ করিতে আইসে, তখন তাহার সম্মুখে না থাকিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেই বাঁচিতে পারা যায়।

১৮২২ খ্রীষ্টীয় অব্দে রাজসাহী ও দিনাজপুরের মধ্য-বর্ত্তি মহানন্দা নদীতীরে কতকগুলি সাহেব মিলিত হইয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যহ মহিষ, শূকর, মৃগ, প্রভৃতি নানা পশু শীকার করিতেন। একদা গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া কহিল, গ্রামের মধ্যে একটা গণ্ডার আসিয়া আমাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে; চারি পাঁচটা ঘোড়া বিনাশ করিয়াছে; আমরা অতিশয় ভীত হইয়াছি। সাহেবেরা এই কথা শুনিয়া গণ্ডারের অন্বেষণে নির্গত হইলেন, এবং আনরপুর নামক গ্রামের নিকটে উহাকে দেখিতে পাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। ঐ গণ্ডার খড়্গ অবধি লাঙ্গূল পর্য্যন্ত লম্বে সাড়ে দশ হাত; ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত। উহার লাঙ্গূল তিন পোয়া, ও খড়্গ পাঁচ পোয়া মাত্র। দন্ত ত্রিশটা। উদরের বেড় পৌনে দশ হাত। উহার কলিজা ওজনে চৌদ্দ সের, ও মস্তক

প্রায় চারি মোন হইয়াছিল। বোধ হয় ঐ গণ্ডার মোরঙ্গ পর্ব্বতহইতে তথায় আসিয়াছিল।

প্রায় ৯৩ বৎসর হইল পেরিস্ নগরের পশুশালায় এক গণ্ডার ছিল। ঐ গণ্ডার ব্রুহ্ম দেশহইতে তথায় নীত হয়। সে অতিশয় বশীভূত ও মৃদুস্বভাব ছিল। কণ্টক বৃক্ষ, শস্য, ও শুষ্ক ঘাস খাইতে ভাল বাসিত। কণ্টক খাইতে খাইতে মুখ ও জিহ্বাহইতে রক্ত নির্গত হইলে বরং উহার সুখ বোধ হইত।

দণ্ডাস সাহেবকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত এক গণ্ডার লক্ষ্ণৌহইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইয়া উহা অন্য এক ব্যক্তিকে দিলেন। ঐ গণ্ডার পিড্‌কাক্ নামক পশুশালার এক জন অধ্যক্ষের হস্তগত হইল। সে এমত পোষ মানিল যে তিনি অন্যান্য পশুর সহিত তাহাকেও নগরে নগরে পাঠাইয়া দিতেন। তাহার গায়ে চপেটাঘাত করিলেও সে ক্রোধান্বিত হইত না; এবং রক্ষকের আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিত। প্রত্যহ চৌদ্দ সের ঘাস, চৌদ্দ সের রুটী, তিন চারি বোতল গুড়ের মদ, ও এক এক বারে ছয় কলসি জল খাইত। কাহারও হস্তে খাদ্য দ্রব্য দেখিলে শব্দ করিয়া উঠিত।

একদা ভূমিহইতে হঠাৎ উঠিবার সময় তাহার পায়ের সন্ধিস্থানের অস্থি শিথিল হইয়া যায়, এবং তাহাতেই নয় মাসের পর তাহার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা আরাম করিবার নিমিত্ত আবশ্যক মতে মধ্যে মধ্যে তাহার পায়ের চর্ম্ম কাটিলে উহা এক দিনেই আবার যোড়া

লাগিয়া যাইত। ঐ গণ্ডার মরিলে পর তাহার মাংস পচিয়া এমত দুর্গন্ধ হইল যে নগরাধ্যক্ষ শীঘ্র ঐ মৃত দেহ মাটির ভিতর পুতিতে অনুমতি দিলেন। পনর দিনের পর এক ব্যক্তি মাটি খুঁড়িয়া উহার অস্থি চর্ম্ম তুলিয়া লইতে গিয়াছিল, কিন্তু এমনি দুর্গন্ধ নির্গত হইল যে সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ দুর্গন্ধ প্রায় এক পোয়া পথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

আশিয়ার অন্তর্গত কোন কোন প্রদেশীয় লোকেরা গণ্ডারকে বশীভূত করিয়া যুদ্ধস্থলে লইয়া যায়। গণ্ডার ক্রোধান্বিত হইয়া কখন কখন বিপক্ষকে আক্রমণ করে, কখন বা অবাধ্য হইয়া স্বপক্ষীয় লোকের প্রাণ বিনাশ করে; অতএব হস্তির ন্যায় গণ্ডারকে বিশ্বাস করা কোন মতেই উচিত নয়। কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, কোন কোন দেশে গণ্ডার বলদের কর্ম্ম করে; কিন্তু এ কথা কোন রূপেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জীবিত গণ্ডারদ্বারা মনুষ্যের প্রায় কোন উপকার হয় না, মরিলে অনেক উপকারে আইসে।

গণ্ডার মাংস খায় না; শাক শস্য ফলাদি আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। এই নিমিত্ত অনেকে এই পশুর মাংস খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় ও আফ্রিকা দেশীয় লোকেরা রুচিপূর্ব্বক ইহার মাংস আহার করে। এক সাহেবও লিখিয়াছেন যে আমি অনেক বার রুচিপূর্ব্বক গণ্ডার মাংস আহার করিয়াছি।

গণ্ডারের খড়্গ চিরিয়া কোন পাত্র নির্ম্মাণ করিলে উহা এমত স্বচ্ছ হয় যে উহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। লোকেরা পছন্দ করিয়া অধিক মূল্যেও উহা ক্রয় করে; বিশেষতঃ ভারত-

বর্ব্বীয় লোকেরা উহা অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান করে। গণ্ডারের খড়্গ সচরাচর পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে। কখন কখন শ্বেতবর্ণ খড়্গও পাওয়া যায়। শ্বেত খড়্গ অতি অল্প পাওয়া যায় বলিয়া তাহার অধিক মূল্য ও অতিশয় গৌরব। রোম দেশীয় এক জন প্রাচীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, পূর্ব্ব-কালে ঐ দেশের লোকেরা গণ্ডারের খড়্গে আতরদান প্রস্তুত করিত। এক্ষণেও চীন প্রভৃতি অনেকানেক দেশের লোকেরা উহাতে কৌটা বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অনেকে গণ্ডারের কোন কোন অবয়বকে ঔষধ জ্ঞানে যত্ন করিয়া রাখে। শ্যাম দেশের নিকটস্থ লোকেরা গণ্ডারের খড়্গকে বিষঘ্ন জ্ঞান করে। এই নিমিত্ত শ্যাম দেশীয়েরা ঐ সকল লোকদিগকে এক এক খড়্গ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় করে। হিন্দু বৈদ্যেরাও গণ্ডারের খড়্গ, অঙ্গুলি, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম, মল, মূত্র প্রভৃতি-কে মহৌষধ জ্ঞান করে। গণ্ডারের খড়্গকে বিষঘ্ন জ্ঞান করিয়া এতদ্দেশীয় রাজগণ খড়্গের জলপাত্র প্রস্তুত করিয়া জল পান করেন। কিন্তু থনবর্গ নামে এক সাহেব গণ্ডারের খড়্গের বিষঘ্নতা গুণ আছে কি না ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে উহার বিষঘ্নতা শক্তি নাই। তবে যে লোকের ঐ প্রকার সংস্কার হইয়াছে সে কেবল ভ্রান্তিমাত্র।

দ্বিখড়্গ গণ্ডার।

কোন কোন গণ্ডারের নাসিকার উপর দুই খড়্গ উঠে, একটা ছোট ও একটা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড়। উহা

স্বভাবতঃ অবনত হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন গণ্ডার ক্রোধান্বিত হয়, তখন খড়্গ উন্নত ও অতিশয় শক্ত হয়। দ্বিখড়্গ গণ্ডারের গায়ের চর্ম্ম এক খড়্গ গণ্ডারের ন্যায় বন্ধুর নয়, কিন্তু প্রায় সমান। কেবল পায়ের সন্ধিস্থানের চর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন।

আবিসিন্যা দেশের ইতিহাস জানিতে ব্রুস্ নামে এক সাহেব তথায় গিয়াছিলেন। তিনি গণ্ডারের বিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন। ঐ দেশে এই পশু অনেক আছে। তথাকার অরণ্যে এক প্রকার সরস কোমল বৃক্ষ আছে; বোধ হয় জগদীশ্বর গণ্ডারের আহারের নিমিত্তই উহা সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। হস্তী যেরূপ শুণ্ডদ্বারা বৃক্ষের শাখা পল্লব ধরিয়া মুখে দেয়, গণ্ডারও সেই রূপ ওষ্ঠ বাড়াইয়া সেই সকল কোমল বৃক্ষের শাখা ধরিয়া পল্লব আহার করে, এবং সেই সকল বৃক্ষের মূল খড়্গদ্বারা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দন্তদ্বারা চিবিয়া খায়।

গণ্ডারের শরীর স্থূল, পা খর্ব্ব; তথাপি তাড়া দিলে দ্রুত বেগে গমন করিতে পারে। সমান স্থানে ঘোটকের সমান দৌড়িয়া যাইতে পারে না বটে, কিন্তু বনের মধ্যদিয়া গণ্ডার দৌড়িলে অশ্বারোহী তাহাকে ধরিতে পারে না। শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের মধ্যদিয়া গণ্ডার দৌড়িয়া যায়। তাহার শরীরের ঘর্ষণে কতক বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কতক বা এধার ওধার হয় আবার গণ্ডার চলিয়া গেলেই স্বস্থানে আইসে। অশ্বারোহী সেখান দিয়া যাইতে পারে না। যায় তো বৃক্ষের আঘাতে পতিত ও প্রাণবিযুক্ত হয়।

গণ্ডারের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র। ঘাড় অধিক না ফিরাইলে পার্শ্বের বস্তু দেখিতে পায় না। এই নিমিত্তই শীঘ্র শত্রু-হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গণ্ডার যখন মাঠে চরে, দুই মনুষ্য এক ঘোটকে আরোহণ করিয়া তাহার সম্মুখে যায়। গণ্ডার ঘোটক দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া ক্ষণকাল মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে; পরে ঘোটককে আক্রমণ করিতে অতি বেগে দৌড়িয়া যায়। ঘোটক পার্শ্বে চলিয়া গেলেও গণ্ডার ক্রমিক সোজা দৌড়িয়া যায়। এই সময়ে এক জন অশ্বহইতে নামিয়া হস্তে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক গণ্ডারের পশ্চাতে থাকে, আর এক জন অশ্ব লইয়া উহার সম্মুখে যায়। গণ্ডার যেমন সম্মুখস্থিত ঘোটককে আক্রমণ করিতে যায়, অমনি ঐ অস্ত্রধারি ব্যক্তি তাহার পায়ের শিরা কাটিয়া ফেলে। গণ্ডার তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়।

আবিসিন্যা দেশে ছয় মাস বর্ষা হয়, এই নিমিত্ত তথায় অনেক সজল স্থান আছে; গণ্ডার সেই সকল স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। তথায় এক প্রকার কীট জন্মিয়া গণ্ডারকে অতিশয় বিরক্ত ও ব্যাকুল করে। এজন্য তাহারা সর্ব্বদা গায়ে কর্দ্দম মাখে, কিন্তু বারম্বার গতাগতি করাতে প্রায় পায়ের কাদা অধিক ক্ষণ থাকে না, কীট সেই খানেই দংশন করে। গণ্ডার কীটের দংশনের জ্বালায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করে। ঘর্ষণকালে আহ্লাদিত হইয়া এমত উৎকট শব্দ করে যে অধিক দূরহইতে শুনা যায়। ব্যাধেরা সেই শব্দ শুনিয়া

আস্তে আস্তে গণ্ডারের নিকটে আইসে; এবং যখন দেখে গণ্ডার সুখে উন্মত্ত ও অচেতনপ্রায় হইয়াছে, তখন গুপ্ত ভাবে নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া শূল্লীদ্বারা তাহার পেট বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে।

গণ্ডারের অতিশয় পরাক্রম। ব্রুস্ সাহেব কহেন, একদা প্রাতঃকালে আমরা অনেকে একত্র হইয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আবিসিন্যা দেশের বনে গণ্ডার শীকার করিতে গিয়াছিলাম। বনের ভিতর গিয়া অনেক উৎপাত করাতে একটা গণ্ডার বন ছাড়িয়া মাঠে দৌড়িয়া গেল। আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া ত্রিশ চল্লিশটা শূল্লীদ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ করিলাম। গণ্ডার বারো চৌদ্দটা শূল্লী ভাঙ্গিয়া অতি বেগে এক নালার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ নালার সম্মুখ বন্ধ, সুতরাং সম্মুখে দৌড়িয়া যাইবার উপায় ছিল না, এবং উহা এমত সঙ্কীর্ণ যে ফিরিবার ঘুরিবারও পথ ছিল না। এক জন ভৃত্য নালার ধারে দাঁড়াইয়া গণ্ডারের মস্তকে গুলি মারিল। গণ্ডার মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। গণ্ডার মরিয়াছে নিশ্চয় করিয়া সকলে ঝম্প দিয়া নালায় পড়িল, ও ছুরি দিয়া উহার মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল। গণ্ডার তখনও মরে নাই, পুনর্ব্বার চেতন হইয়া আঁটুতে ভর দিয়া যেমন উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল অমনি এক ব্যক্তি উহার পায়ের শিরা কাটিয়া ফেলিল। গণ্ডার পুনর্ব্বার পড়িয়া গেল। শিরা কাটিতে না পারিলে নিঃসন্দেহ সকলেরই প্রাণ বিনাশ হইত। এমত বৃহৎ পশুকে এক

আঘাতে অচেতন হইতে দেখিয়া আমরা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে ঐ গুলি তাহার মস্তিষ্কে লাগিয়াছে। পরিশেষে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল গুলি তাহার মস্তিষ্কে লাগে নাই ; ঐ গুলিদ্বারা কেবল একটি খড়্গের দুই অঙ্গুলি প্রমাণমাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই গণ্ডার ক্ষণকাল অচেতন হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে শূল্মীদ্বারা ভূয়োভূয়ঃ বিদ্ধ হইয়াও উত্তরোত্তর ক্রমেই বল প্রকাশ করিয়াছিল।

গণ্ডার অতি বৃহৎ পশু, কিন্তু ইহার মস্তিষ্ক মনুষ্যের অপেক্ষাও অল্প। গণ্ডারের মস্তিষ্কাধার মনুষ্যের মস্তিষ্কাধারের অর্দ্ধেক, ইহা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

জলহস্তী।

জলহস্তী জলে স্থলে উভয়ত্র থাকে। অনেকে ইহার নাম হিপোপটামস্ অর্থাৎ নদ্যশ্ব বলিয়াছেন। তাঁহারা

জানিতেন যে ইহারা অশ্বের মত শব্দ করে। বাস্তবিক তাহা নয়। হস্তির শব্দের ন্যায় ইহাদিগের শব্দ; ইহা-দিগের আকারও হস্তির ন্যায় বৃহৎ। এই জন্তুতে অশ্ব অপেক্ষা হস্তির সাদৃশ্য অনেক আছে, অতএব ইহাদিগের নাম নদ্যশ্ব না বলিয়া জলহস্তী বলাই উচিত। কোন কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে জলহস্তী বলিয়া যে এক জন্তুর উল্লেখ আছে তাহাও এই জন্তু সন্দেহ নাই।

জলহস্তী হস্তি ব্যতিরিক্ত আর সকল পশু অপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা লম্বে বার হাত, ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত। ইহাদিগের পা দুই হাত, শরীরের বেড় দশ হাত, মস্তক আড়াই হাত। ওজনে বত্রিশ মোন অবধি চল্লিশ মোন পর্য্যন্ত জলহস্তী দেখা গিয়াছে। ইহারা এক হাত পর্য্যন্ত মুখ ব্যাদান করিতে পারে। ইহাদিগের দন্ত এমত কঠিন যে উহাতে লোহার আঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। দুই মাড়িতে চারিটা করিয়া আটটা দন্ত আছে, ঐ দন্তদ্বারা খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করে। ঐ আট দন্ত ব্যতি-রিক্ত উপরের মাড়িতে ছোট ছোট দুইটা দন্ত আছে, আর নীচের মাড়িতে যে দুই দন্ত আছে তাহা সূঁচল নয়। এতদ্ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বত্রিশটা পর্য্যন্ত দন্ত থাকে। ইহাদিগের কর্ণ ছোট ছোট ও সূঁচল; কর্ণে অনেক লোম আছে। গায়ের চর্ম্ম অতিশয় কঠিন, স্থূল, ও ধূসরবর্ণ; ঐ চর্ম্ম শুষ্ক হইলে তাহাতে গুলি প্রবেশ হয় না। পা খর্ব্ব ও স্থূল; পায়ে চারি চারি অঙ্গুলি আছে; উহা জলচর পক্ষির ন্যায় পরস্পর লিপ্ত নয়। লাঙ্গূল প্রায় এক হাত লম্বা, দেখিতে সূঁচল ও চেপটা।

জলহস্তী মৎস্য ও কুম্ভীর ধরিয়া খায়; মৃত জন্তুর মাংসও আহার করিয়া থাকে; কখন কখন শস্যও ভক্ষণ করে। দন্তের আকার দেখিলে বোধ হয় ইহাদিগের স্বাভাবিক আহার মাংস। আফ্রিকা এবং তাহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যে সকল নদ নদী হ্রদ আছে তথায় অনেক জলহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন প্রাচীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও জলহস্তী ছিল।

জলহস্তী ও জলহস্তিনী প্রায় একত্র থাকে। জলহস্তিনী একবারে একটি সন্তানের অধিক প্রসব করে না। প্রসবের সময়ে স্থলে যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে স্তন্য পান করায়। কিছু দিন পরেই সাঁতার শিখাইতে আরম্ভ করে, এবং এমত শিক্ষা দেয় যে সে কোন শব্দ শুনিবামাত্র অমনি জলে যায়।

স্থলের উপর দুই জলহস্তির পরস্পর দেখা হইলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এ নিমিত্ত এমত জলহস্তীই দেখা যায় না যে তাহার দন্ত ভগ্ন নয় ও শরীর বিক্ষত নয়। তাহারা যুদ্ধ কালে পশ্চাৎ ভাগের পায়ে ভর দিয়া সম্মুখের পা উন্নত করিয়া পরস্পর দন্তাঘাত করে। কিন্তু জলে দেখা হইলে পরস্পর বিবাদ করে না, বরং পথ ছাড়িয়া সরিয়া যায়।

এক জন প্রামাণিক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে জলহস্তির শরীরে অধিক রক্ত আছে, এজন্যে জ্বর কিম্বা অন্য কোন পীড়া হইলে ইহারা পর্ব্বতের নিকটে গিয়া গাত্রঘর্ষণ করে, ও লম্ফ ঝম্প দিয়া আত্মশরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে। খানিক রক্ত নির্গত হইলে গায়ে কাদা মাখিয়া

নিবারণ করে। এই রূপে রক্ত নির্গত হইলেই পীড়ারও শান্তি হয়।

অনেক দিন হইল এই পশুর আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ানদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম বিহেমোৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিসর দেশের কোন কোন স্তম্ভেতে ও রোম দেশের কোন কোন মুদ্রায় ইহার প্রতি-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থকারেরা ইহার নাম হিপোপটামস্ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়া কেবল অন্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া এই পশুর বিবরণ লিখিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ১৬০৩ খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বে ইউরোপবাসি লোকেরা ইহার সত্য বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। ইটালি দেশীয় এক জন চিকিৎসক এই পশুর বৃত্তান্ত সম্বলিত এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিলে পর সকলে ইহার সত্য ইতিহাস অবগত হইলেন। তিনি লেখেন যে, মিসর দেশীয় লোকের মুখে এই পশুর কথা শুনিয়া দেখিতে বড় কৌতুক জন্মিল; এবং উহা ধরিবার জন্য নীল নদের তীরে অনেক লোক রাখিলাম। একদা প্রাতঃকালে লোকেরা দেখিল একটা জলহস্তী ও একটা জলহস্তিনী জলহইতে উঠিয়া স্থলে গেল। যে পথ দিয়া গেল সেই পথের মধ্যে লোকেরা একটা গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মুখ কোন অসার বস্তু-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঘাস ছড়াইয়া রাখিল। সন্ধ্যাকালে উহারা যেমন ঐ পথ দিয়া আসিতেছিল অমনি গর্ত্তে পতিত হইল। আমি এই সম্বাদ পাইয়া এক জন সিপাহী সঙ্গে করিয়া দেখিতে যাইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদি-

গের এক একটার মস্তকে তিন তিন গুলি মারিলাম, উহারা গণ্ডারের মত চীৎকার করিয়া মরিয়া গেল। ১৬০০ খ্রীষ্টীয় অব্দের ২০ জুলাই উহারা ধৃত হইয়াছিল। পরদিন উহাদিগকে গর্ত্তহইতে তুলিলাম, এবং উহাদিগের নাড়ী সকল বাহির করিয়া লবণ ও ইক্ষু পত্রদ্বারা উদর পরিপূর্ণ করিয়া মিসর দেশের এক নগরে পাঠাইয়া দিলাম। তথায় আমার লোকেরা উহাদিগের চর্ম্ম গাত্রহইতে তুলিয়া লইল, এবং লঘু দ্রব্যদ্বারা ভিতর পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জলহস্তির মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল।

জলহস্তির যে সকল বৃত্তান্ত ঐ পুস্তকে লিখিত আছে তাহা অতি প্রামাণিক। কিন্তু ঐ পুস্তকে জলহস্তির যে প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে তাহা উত্তম নহে। কারণ এই যে মৃত জলহস্তির শুষ্ক আকার দেখিয়া প্রতিমূর্ত্তি লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং ঠিক হয় নাই।

জলহস্তি ধরিবার ও মারিবার উপায়।

এই পশু অধিক জন্মে না, বিশেষতঃ লোকেরা দেখিতে পাইলেই বিনাশ করে। যদি এই পশু অধিক জন্মিত, এবং লোকেরা দেখিলেই না মারিত, তাহা হইলে এই পশুদ্বারা লোকের বিস্তর ক্ষতি হইত। জলহস্তী যখন স্থলে চরে, তখন ইহাকে শীকার করিতে পারা যায় না, দৌড়িয়া জলে পলাইয়া যায়; কখন বা শীকারি লোকদিগকেও আক্রমণ করে। এজন্য লোকেরা চারি পাঁচখান নৌকা একত্র করিয়া জলে জলহস্তী অন্বেষণ করে। দেখিতে

পাইলেই উহার শরীরে এক প্রকার অস্ত্র বিদ্ধ করে। ঐ অস্ত্র এক বার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আর কোন ক্রমে নির্গত হয় না। ঐ অস্ত্রে রজ্জু বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু শীকারি লোকেরা আপন হস্তে রাখে। জলহস্তী অস্ত্রাঘাতে অস্থির হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জলে আস্ফালন করিতে থাকে, এবং অস্ত্রদ্বারা যে ক্ষত হয় তাহাহইতে অনবরত রক্ত নির্গত হইয়া নিতান্ত নিস্তেজ হইলে প্রাণ ত্যাগ করে।

জলহস্তি ধরিবার আর এক প্রণালী এই যে সন্ধ্যাকালে জলহস্তী প্রায় জলহইতে মাথা তুলিয়া আহারের চেষ্টায় ভাসিতে ভাসিতে যায়। সেই সময়ে লোকেরা আস্তে আস্তে তীরে উপস্থিত হইয়া উহার মস্তকে পূর্ব্বের ন্যায় এক প্রকার অস্ত্র বিদ্ধ করে। ঐ অস্ত্রেও রজ্জু বদ্ধ থাকে। জলহস্তী এই রূপে আহত হইলে জলে মগ্ন হয়, এবং জলের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে থাকে। পরে যখন ক্রমে ক্রমে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া ভাসিয়া উঠে, তখন শীকারিরা বিশ বাইশটা বলদের দ্বারা সেই রজ্জু টানাইয়া জলহস্তিকে স্থলে উঠায়।

এই পশু অতিশয় ভয়ানক; বড় বড় হাঙ্গর কুম্ভীরও ভয়ে তাহার নিকটে যায় না। যে কাফ্রিরা লম্বা লম্বা ছুরি ও শূল্পী দিয়া হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুকে অনায়াসে বধ করে, তাহারাও সাহস করিয়া এই পশুর নিকটে যাইতে পারে না। ইহাদিগের চর্ম্ম এমত কঠিন যে তাহা তীরে বিদ্ধ হয় না, বন্দুকের গুলিতেও বিদারিত হয় না। কিন্তু উরুর ও তলপেটের চর্ম্ম পাতলা ও কোমল, এই নিমিত্ত

ব্যাধেরা ঐ স্থান বিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। কৌশল করিয়া পায়ের হাড় ভাঙ্গিতে অথবা পায়ের শিরা কাটিতে পারিলে এই ভয়ঙ্কর পশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন ব্যাধেরা তাহাকে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে।

আফ্রিকার দক্ষিণ প্রদেশীয় লোকেরা জলহস্তি ধরিবার নিমিত্ত উহার যাতায়াতের পথে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখে। কিন্তু জলহস্তী স্বভাবতঃ মন্থর-গতি, সকল পথ অবলোকন করিয়া গতায়াত করে; যে খানে কিছু সন্দেহ জন্মে সে স্থান দিয়া যায় না। এই নিমিত্ত প্রায় ফাঁদে পড়ে না।

জলহস্তী ক্ষেত্রে গিয়া শস্য খায়, খায় অল্প কিন্তু অনেক নষ্ট করে। এজন্যে মিসরদেশীয় লোকেরা যে সকল নদ নদী হ্রদে জলহস্তী থাকে তাহার তীরভূমিতে শুষ্ক কলাই ছড়াইয়া রাখে। জলহস্তী জলহইতে উঠিয়া উহা খাইতে আরম্ভ করে; পরে পিপাসা হইলে জল পান করে। জল পাইয়া উদরের মধ্যে কলাই ফুলিয়া উঠে, ও বিসূচিকা রোগ জন্মে, এবং এই রোগেই জলহস্তী মরিয়া যায়।

জলহস্তির বল বিক্রম।

জলহস্তী অতিশয় বলবান। যদি মৃদুপ্রকৃতি ও ভীতস্বভাব না হইত, তাহা হইলে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিত। ইহারা স্থলে কোন শব্দ শুনিলে বা ভয় পাইলে দৌড়িয়া জলে পড়ে, ও ডুব দিয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। জলে ভয় পাইলেও পলায়। কিন্তু আহত হইলে ক্রোধান্বিত

হইয়া উঠে, ও শত্রুকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পায়। কখন কখন ক্রোধান্বিত হইয়া দন্তদ্বারা নৌকার তক্তা খসাইয়া ফেলে, কখন বা ডুবাইয়া দেয়।

এক জন প্রামাণিক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে আমার সমক্ষে একটা জলহস্তী মুখ ব্যাদান করিয়া একখান নৌকা তিন হাত পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলিল, এবং দন্তদ্বারা চর্ব্বণ ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দিল। তিনি আরও লেখেন যে একদা ওলন্দাজদিগের এক খান নৌকা সমুদ্র দিয়া যাইতেছিল। ঐ নৌকায় জলপূর্ণ পনরটা পিঁপা বোঝাই ছিল। বোঝাই সমেত নৌকাখান তরঙ্গবেগে একটা জলহস্তির পৃষ্ঠে চাপিয়া পড়িল। আর এক তরঙ্গে নৌকা তথাহইতে সরিয়া গেলে দেখিলাম জলহস্তী যেমন ভাসিয়াছিল তেমনই ভাসিয়া রহিয়াছে; নৌকার ভারে তাহার ক্লেশ হইয়াছে এমত বোধ হইল না। পরে উহাকে আমি অনেক গুলি মারিলাম, তাহাতেও উহার কিছু হইল না। একদা ইংরাজদিগের একখান নৌকা তীরের নিকটে আসিতেছিল। ঐ নৌকায় ছয় জন নাবিক ছিল। একটা জলহস্তী হঠাৎ সেই খানে আসিয়া নৌকা-খান অনায়াসে উলটিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

একদা কোন সাহেব অনেক লোক সঙ্গে করিয়া শীকার করিতে গিয়াছিলেন। দৈবাৎ সেই সময়ে এক জলহস্তিনী জলহইতে উঠিয়া বনে প্রসব হইতে গেল। সাহেবের লোকেরা লুকাইয়া রহিল। জলহস্তিনী এক সন্তান প্রসব করিল। সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে ধরিবার জন্য লোকেরা জল-হস্তিনীকে মারিয়া ফেলিল। পরে শাবককে ধরিতে তা-

হার নিকটে গেলে সে এক দৌড়ে জলে গিয়া পড়িল, ও ডুব দিয়া পলাইল।

জলহস্তিদ্বারা মনুষ্যের উপকার।

জলহস্তির দন্ত হস্তির দন্ত অপেক্ষাও ধবল ও দেখিতে সুন্দর। ফ্রান্স দেশে কাহারও দন্ত পড়িলে ইহাদিগের দন্তেই দন্ত প্রস্তুত করিয়া মুখে বসায়। কাফ্রিরা ইহাদিগের চর্ম্মে উত্তম চাবুক ও ঢাল প্রস্তুত করে। রক্তে এক প্রকার রঙ্ প্রস্তুত হয়। অনেক অবয়বের মাংস অনেক ঔষধে লাগে। মাংস অতি সুস্বাদ, নির্দ্দোষ, ও উপকারক; বিশেষতঃ পায়ের ও লাঙ্গূলের মাংসে কাবাব করিলে অত্যন্ত সুখাদ্য হয়। অন্তরীপে এক সের মাংস বার আনা অবধি পনর আনা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। মাখন যে যে কার্য্যে লাগে ইহাদিগের চর্ব্বিতেও সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। পূর্ণবয়স্ক জলহস্তির শরীরে পঁচিশ মোন চর্ব্বি পাওয়া যায়; জলহস্তী কত বড় জন্তু ইহাতেই সকলে অনুমান করিতে পারেন। ইহাদিগের চর্ব্বি আফ্রিকার সকল প্রদেশহইতে অন্তরীপে আইসে, ও তথায় বিক্রয় হয়।

সিন্ধুঘোটক।
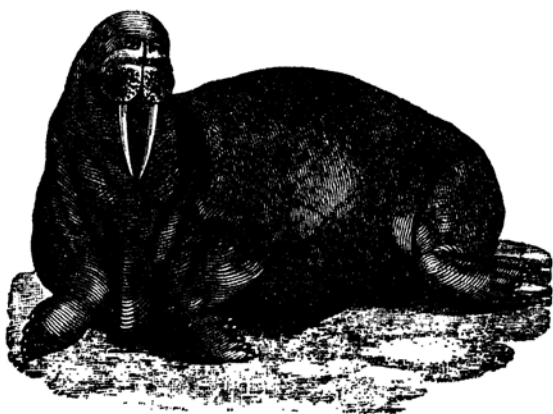
সিন্ধুঘোটকের আকারাদি।

সিন্ধুঘোটক অতি প্রকাণ্ড জন্তু, ও অপরিমিত বলশালী। এই জন্তু জলহস্তির ন্যায় জলে স্থলে উভয়ত্র থাকে। উত্তর সমুদ্রে ও সেণ্ট্‌লারেন্স হ্রদে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লম্বে প্রায় বার হাত; ইহাদিগের শরীর গোল; শরীরের বেড় আট হাত। ঘাড় ছোট; মস্তক গোল ও ক্ষুদ্র; চক্ষু ক্ষুদ্র ও রক্তবর্ণ। দুই ওষ্ঠ অতিস্থূল, ও ঘন ঘন চিক্কণ রোমদ্বারা আচ্ছাদিত। শরীরের চর্ম্ম স্থূল ও সঙ্কুচিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপিশবর্ণ রোমে আবৃত। পা খর্ব্ব; প্রত্যেক পায়ে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি আছে। অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংযুক্ত। পশ্চাদ্ভাগের পদতল চেপ্‌টা।

ইহাদিগের কর্ণ নাই; কর্ণের স্থানে দুইটী ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। নাসিকার নীচে মানুষের গোঁফের ন্যায় দীর্ঘ

দীর্ঘ রোম হয়। মুখের উপরকার মাড়িতে দুই দীর্ঘ দন্ত আছে। ঐ দুই দন্ত নিম্নমুখ, ও এক একটা ওজনে পাঁচ সের অবধি পনর সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কোন কোন সিন্ধুঘোটকের দন্ত লম্বে দেড় হাতের অধিকও দেখা গিয়াছে। ইহারা দন্তদ্বারা বালুকাময় স্থানহইতে শঙ্খ শম্বূক তুলিয়া আহার করে; এবং বিপক্ষেরা আক্রমণ করিলে দন্তদ্বারা আত্মরক্ষা করে। সিন্ধুঘোটক তিমি মৎস্যের ন্যায় নাসিকাদ্বারা জল নির্গত করে; কিন্তু জল নির্গত হইবার সময়ে তিমির ন্যায় শব্দ হয় না। ইহারা রাত্রিকালে এমত শব্দ করে যে অনেক দূরহইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। স্থলের উপর ভয় পাইলে ইহারা তাড়াতাড়ি জলে গিয়া পড়ে।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রকাণ্ডশরীর অপরিমিত বল ও দুই দন্তস্বরূপ ভয়ানক অস্ত্র থাকিলেও সিন্ধুঘোটক স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি ও নিরুপদ্রবী। কিন্তু কেহ রাগাইলে অথবা আক্রমণ করিলে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব হয়, এবং প্রাণপণে আক্রমণকারির অনিষ্ট চেষ্টা করে। ইহারা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির ন্যায় মাংসাশী নহে; সমুদ্রের শঙ্খ শম্বূক ও লতা পাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

এই জন্তুর পরস্পর অত্যন্ত স্নেহ ও সদ্ভাব। একটা সিন্ধুঘোটক বিপদ্গ্রস্ত হইলে সকলে সাধ্যানুসারে তাহার উদ্ধারের চেষ্টা পায়। বরং প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি বিপদ্গ্রস্তকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। নৌকাহইতে আক্রমণ করিলে ইহারা দন্তদ্বারা নৌকার পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া জলে ডুবাইয়া দেয়। সেই সময়ে ঘোরতর শব্দ

করিতে থাকে, দাঁত কড়মড় করে, এবং ক্রোধের অন্য অন্য লক্ষণ দেখাইতে থাকে। কখন কখন ডুব দিয়া নৌকার নীচে গিয়া নৌকা উল্টাইয়া দেয়।

উত্তর সমুদ্র অতিশয় হিমপ্রধান। তথায় জল জমিয়া মধ্যে মধ্যে বরফের দ্বীপ হইয়া থাকে। সিন্ধুঘোটকেরা পালে পালে সেই বরফের দ্বীপে গিয়া আরাম করে ও নিদ্রা যায়। বরফের দ্বীপে উঠিবার সময় দুই দন্তদ্বারা অনেক সাহায্য পায়। দন্তের উপর ভর দিয়া বরফের উপর উঠে। কখন কখন এই জন্তু পালে পালে সমুদ্রের তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করে। এক এক পালে শত শত সিন্ধু-ঘোটক থাকে। বসন্ত কালের আরম্ভে ম্যাগ্‌ডেলেন দ্বীপে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় শঙ্খ শম্বুক অনেক আছে, এজন্য সেখানে ইহাদিগের খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল হয় না। কিন্তু বর্ষা কাল উপস্থিত হইলে ইহারা জলে নিমগ্ন হয়।

কেহ কখন সিন্ধুঘোটকের সমুদায় পালকে এক কালে নিদ্রা যাইতে দেখে নাই। পালের মধ্যে কয়েকটা জাগৃত থাকিয়া চৌকী দেয়। নিকটে কোন নৌকা আসিতে দেখি-লে আপনার নিকটবর্ত্তি নিদ্রিতদিগকে জাগাইয়া দেয়; তাহারাও আবার আপন আপন নিকটবর্ত্তিদিগকে জা-গাইতে থাকে। এই রূপে সমুদায় পাল ক্ষণ কাল মধ্যে সতর্ক হইয়া উঠে। কিন্তু যাবৎ তাহাদিগের উপর গুলি চালান না যায় তাবৎ ব্যাকুল হয় না ও পলায় না।

সিন্ধুঘোটকী এক বারে একটী অথবা দুইটী সন্তান প্রসব করে। স্থলে গিয়া সন্তানদিগকে স্তন্য পান করায়। যখন

তাহারা আপন আপন শিশু সন্তান লইয়া বরফের উপর থাকে, তখন কেহ আসিয়া আক্রমণ করিলে অগ্রে সন্তানদিগকে জলে ফেলিয়া দেয়, এবং আপনারা তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কিঞ্চিৎ দূরে নিঃশঙ্ক স্থানে তাহাদিগকে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে ফিরিয়া আইসে, এবং আক্রমণকারির প্রত্যপকারের চেষ্টা পাইতে থাকে। তাহাদিগের সন্তানস্নেহ এমত প্রবল, যে যদি কেহ সন্তানদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে যাবৎ প্রাণ থাকিবেক তাবৎ তাহারা সন্তানদিগের রক্ষা করিবেক, কখন পরিত্যাগ করিয়া যাইবেক না। সন্তানদিগেরও এমত প্রবল মাতৃস্নেহ যে মাতার মৃত্যু হইলে তাহাকে ছাড়িয়া যায় না।

লোকেরা দন্ত, চর্ব্বি, ও চর্ম্ম লইবার নিমিত্ত ইহাদিগকে শীকার করে। হস্তির দন্ত যেরূপ দৃঢ় ও শুভ্র ইহাদিগের দন্তও ঠিক সেই রূপ। হস্তির দন্ত যে যে প্রয়োজনে লাগে, ইহাদিগের দন্তদ্বারাও সেই সেই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়। সিন্ধুঘোটক ওজনে বিশ পঁচিশ মোন হইবেক। এক এক সিন্ধুঘোটকের শরীরে অপর্য্যাপ্ত চর্ব্বি থাকে।

শুক্ল ভল্লুকের সহিত এই জন্তুর অত্যন্ত বিরোধিতা। যখন ঐ দুই জন্তুর পরস্পর যুদ্ধ হইতে থাকে, সিন্ধুঘোটক ভয়ানক দুই দন্তদ্বারা ভল্লুককে এমত সাংঘাতিক আঘাত করে যে ভল্লূক প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। সুতরাং উভয়ের যুদ্ধে সিন্ধুঘোটকই সতত জয়ী হইয়া থাকে।

ভল্লূক।
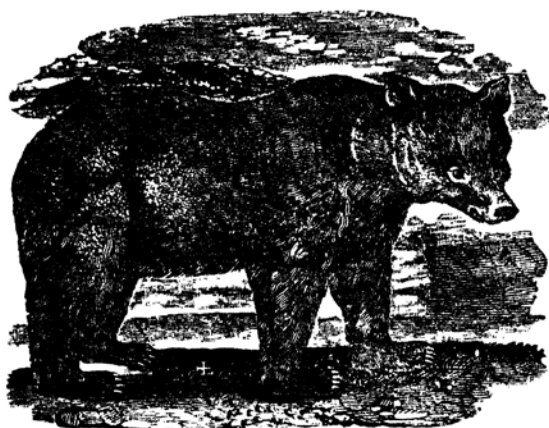
শুক্ল, কৃষ্ণ, ও ধূমল, এই তিন বর্ণের ভল্লূক আছে।

কৃষ্ণ ও ধূমল বর্ণের ভল্লূক।

ধূমলবর্ণ ভল্লূক প্রায় সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কাল ভালূক কেবল ইউরোপ ও আমেরিকার উত্তর দিকের বনে আছে।

ধূমলবর্ণ ভল্লূকের কর্ণ ছোট ছোট গোল গোল, চক্ষু ক্ষুদ্র। চক্ষুর পাতার নীচে এক প্রকার চর্ম্ম আছে, উহা সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা চক্ষুর রক্ষা করে। চক্ষু অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এমত তেজস্বি যে ইহারা অতি সূক্ষ্ম বস্তুও দেখিতে পায়। ইহাদিগের পা ও উরুদেশ অতিশয় দৃঢ় ও বন্ধুর। প্রত্যেক পায়ে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি সকল অঙ্গুলি

অপেক্ষা অধিক লম্বা। ইহারা সম্মুখের পাদদ্বারা হস্তের কার্য্য করে। অন্যান্য পশুর অঙ্গুলি পরস্পর লিপ্ত নয়, কিন্তু ইহাদিগের অঙ্গুলি পরস্পর লিপ্ত। ইহাদিগের শ্রবণশক্তি ঘ্রাণশক্তি ও স্পর্শশক্তি অতি প্রবল। ইহারা মাংসাশী বটে, কিন্তু প্রত্যহ প্রায় ফল মূল শাক প্রভৃতিই আহার করে। মধু পান করিতে অতিশয় ভাল বাসে। মধু পানে ইহাদিগের এমত লোভ যে তদ্বিষয়ে কোন বাধাকে বাধা জ্ঞান করে না। বনের মধ্যে মৌচাক দেখিতে পাইলে, যেরূপে হউক তাহা ভাঙ্গিয়া মধু পান করে।

ইহারা নির্জ্জন ও দুর্গম প্রদেশে একাকী থাকে। উত্তর দেশে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কেবল আপন বাসস্থানে সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে। কোন খানে যায় না, কিছু খায় না। শীতের পূর্ব্বে সর্ব্বদা গুরুতর আহার করিয়া অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শীত কয়েক মাস ইহাদিগের ক্ষুধার তাদৃশ উদ্রেক হয় না।

শীতকালে ভল্লূকীর সন্তান হয়। ভল্লূকী এক বারে দুই তিনটী সন্তান প্রসব করে। ভালুক সন্ধান পাইলে শাবকদিগকে খাইয়া ফেলে, এজন্যে তাহার কাছ ছাড়া হইয়া কোন নিভৃত স্থানে যায়। চারি মাস আপনি কিছু না খাইয়াও সন্তানদিগকে স্তন্য পান করায়, ও অতি সাবধানে প্রতিপালন করে।

ভল্লূকশাবক প্রথমে পিণ্ডাকার ও পীতবর্ণ হয়। অতি সূক্ষ্ম নাসিকা থাকে। আটাইশ দিন পর্য্যন্ত চক্ষু ফুটে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের যেরূপ আকৃতি হয়,

তখন তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনাহারে ক্ষীণ ও কাতর হইয়া ভল্লূকী বসন্ত কালের আরম্ভে সন্তানদিগকে সঙ্গে করিয়া বহির্গত হয়, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতস্ততঃ আহারের অন্বেষণ করিতে থাকে। বৃক্ষে উঠিয়া শাখার উপর সমুদায় শরীরের ভার রাখিয়া সম্মুখের পাদদ্বারা ফল পাড়িয়া খায়।

ভল্লূকের শব্দ অতি গভীর ও কর্কশ। ইহারা অকারণে বারম্বার চীৎকার ও গর্জ্জন করে, এবং অল্পেতেই অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে। ক্রোধ হইলে ইহাদিগের হিংসা প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হয়।

ভল্লূক অতি নিষ্ঠুর জন্তু। যখন কাহাকেও আক্রমণ করে, প্রায় দন্তাঘাত করে না। বিড়ালের ন্যায় সম্মুখের পাদদ্বারা অতিশয় আঘাত করে। যদি তাহাকে এই রূপে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সম্মুখের পাদদ্বারা ধরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে আনে, ও চাপিয়া নিশ্বাস রোধ পূর্ব্বক মারিয়া ফেলে।

কিছু দিন হইল এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের অধীশ্বরকে এক ভালূক উপঢৌকন দিয়াছিল। ঐ ভালূক লণ্ডন নগরের দুর্গের অন্তর্বর্ত্তি পশুশালায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল। একদা রক্ষক ভল্লূকের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রক্ষকের স্ত্রী যেমন নিকট দিয়া যাইতেছিল, অমনি ভালূক লম্ফ দিয়া তাহাকে ধরিল, ও ভূমিতে ফেলিয়া টুঁটিতে কামড়াইয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। অভীষ্টসাধনে বাধা দিলে ভল্লূক অতিশয় ক্রোধ করে, এই ভয়ে ঐ স্ত্রীলোক কোন বাধা দিল না। সৌ-

ভাগ্য ক্রমে তাহার স্বামী কার্য্যবশতঃ সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিল। সে এই ব্যাপার দেখিয়া ভল্লূকের গায়ে লগুড়াঘাত করাতে ভল্লূক ছাড়িয়া দিল। রক্ষক অতি কষ্টে ভালূককে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করাইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ ঘটনার পর যখন যখন ঐ স্ত্রীলোক ভালূকের নিকট দিয়া যাইত, তখনই ভালূক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উহাকে ধরিবার চেষ্টা করিত।

সন্তানের প্রতি ভল্লূকের স্নেহ।

ব্যাধদিগের মুখে শ্রবণ করা গিয়াছে কৃষ্ণ বর্ণ ভল্লূক সন্তানদিগকে অতিশয় স্নেহ করে। যদি ভল্লূকী নিকটে থাকে, তাহা হইলে শাবকদিগকে গুলি মারিতে কাহারও সাহস হয় না। সন্তান হত হইলে ভল্লূকী অতিশয় কোপাবিষ্ট হয়, এবং হত্যাকারিকে বিনাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পায়। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বিনাশ করিতে না পারে, অথবা তৎকর্ত্তৃক আপনি নিহত না হয়, তত ক্ষণ ক্ষান্ত হয় না। শাবকেরাও আপন মাতাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকে। ভল্লূকী ব্যাধকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহার সন্তানেরা শোক প্রকাশ করত বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত জননীর মৃত দেহের নিকটে থাকে। একদা এক ব্যাধ ইউরোপের অন্তর্গত হঙ্গারি দেশের বনে শীকার করিতে গিয়াছিল, এবং দেখিল শাবক রহিয়াছে, ভল্লূকী তথায় নাই। ভল্লূকী সেই খানেই বৃক্ষের অন্তরালে ছিল, সে দেখিতে পায় নাই। ব্যাধ নির্ভয়ে শাবককে যেমন

গুলি মারিতেছিল, ভল্লূকী তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাধের মস্তকে এমত চপেটাঘাত করিল যে তাহার মস্তকের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল। তাহাতে ব্যাধ মৃতপ্রায় হইল।

ভল্লূকের বুদ্ধি ও মেধা।

হঙ্গারি দেশের বনে অনেক ভালূক আছে। তাহারা রাত্রিকালে পক্ক শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া শস্যের গাছ উৎপাটিত করিয়া হস্তদ্বারা শস্য চুঁচিয়া লয়। পরিশেষে সেই শস্য হাতে রগড়াইয়া ফূৎকারদ্বারা তুষ ঝাড়িয়া আহার করে। পেন্নাণ্ট নামে এক সাহেব পশুদিগের আচার ব্যবহার ও স্বভাব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি স্বকীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, ভালূকেরা শস্য খাইতে অতিশয় ভাল বাসে। ধান্যের গাছ মাটিতে আছড়াইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, ও বিচালি সকল শয্যার নিমিত্ত লইয়া যায়।

আশিয়ার উত্তরপূর্ব্ব কোণে কামস্কাট্‌কা নামক দেশ আছে। ঐ দেশ শীতপ্রধান। তথায় ভালূকেরা সমুদায় শীত কাল পর্ব্বতের গুহার ভিতর বাস করে। বসন্ত কালের আরম্ভে বাহির হইয়া নদীর মুখে মৎস্য ধরিয়া খায়। যদি অনেক মৎস্য ধরিতে পারে, তাহা হইলে কেবল মুড়া খাইয়া অবশিষ্ট অংশ ফেলিয়া দেয়। ধীবরেরা মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত জলাশয়ে জাল পাতিয়া রাখে; ভালূক তাহা টের পাইলে বুদ্ধি পূর্ব্বক ঐ জাল টানিয়া আনিয়া সমুদায় মৎস্য খাইয়া ফেলে।

ভালূক স্বভাবতঃ অতিশয় রোষপরবশ বটে, কিন্তু

পোষ মানে। পোষা ভালূক অনেক শিখিতে পারে। লোকেরা ভালূকদিগকে সম্মুখের পা তুলিয়া চলিতে, নাচিতে, এবং সম্মুখের পায়ে লাঠি ধরিয়া নানা কৌতুক দেখাইতে শিখায়। ভালূকেরা সহজে শিখিতে চায় না, এই নিমিত্ত অল্পবয়স্ক ভালূককে যন্ত্রণা দিয়া বশীভূত করিয়া শিখাইতে হয়। অধিক বয়সের ভালূককে তাড়না করিলে ও যন্ত্রণা দিলে অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়, কোন ক্রমে বশীভূত হয় না, এবং শিক্ষাও করে না।

নির্দ্দয় লোকেরা ভালূককে নৃত্য, সুন্দর চলন, ও নানা প্রকার কৌতুক শিখাইবার নিমিত্ত যে প্রকার ক্লেশ দেয়, তাহা শুনিলে অত্যন্ত দুঃখ জন্মে। চক্ষু নষ্ট করে, নাসিকায় লোহার কড়া দেয়, প্রহার করে, খাইতে দেয় না, বন্ধন করিয়া রাখে। সম্মুখের পা তুলিয়া দাঁড়ান শিখাইবার নিমিত্ত এক কুঠরীর মধ্যে লোহার মেজ অত্যন্ত তপ্ত করিয়া রাখে, এবং ভালূকের পশ্চাদ্‌ভাগের দুই পায়ে জুতা পরাইয়া সম্মুখের দুই পা খালি রাখিয়া ভালূককে সেই মেজের উপর ছাড়িয়া দেয়। ভালূক উত্তাপের ভয়ে মেজের উপর সম্মুখের পা ফেলিতে পারে না। ফেলিলেই পুড়িয়া যায়, এই নিমিত্ত তুলিয়া রাখে। এই রূপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ভালূক সম্মুখের পা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখে। আমোদ ও কৌতুকের নিমিত্ত পশুদিগকে এরূপ ক্লেশ ও যাতনা দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

ভল্লূকদ্বারা মনুষ্যের উপকার।

কামস্কাট্‌কা দেশীয় লোকেরা ভালূকের চর্ম্মে শয্যা, আচ্ছাদন, টুপি, দস্তানা, এবং কুকুরের গলাবন্ধ প্রস্তুত করে। ভালূকের চর্ম্ম বরফে পিছলিয়া যায় না, এই নিমিত্ত যাহারা বরফের উপর দিয়া সমুদ্রতীরে কোন পশু ধরিতে যায়, তাহারা ভালূকের চর্ম্মে জুতার তলা গড়ায়। তদ্দেশীয় লোকেরা ভালূকের চর্ব্বি ভক্ষণ করে। ঐ চর্ব্বি তাহাদের সুস্বাদু বোধ হয়, এবং বিলক্ষণ বলাধান করে। উষ্ণ করিলে ঐ চর্ব্বিদ্বারা তৈলের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তাহারা ভালূকের মাংস অতি আদর ও রুচি পূর্ব্বক আহার করে। ভালূকের নাড়ী অভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ। সূর্য্যের কিরণ বরফের উপর পড়িয়া তাহার প্রতিবিম্ব মুখে লাগিলে পীড়া ও শরীরের কালিমা জন্মে। এজন্য তাহারা ভালূকের নাড়ী চাঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বদা মুখে দেয়। তাহাতে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ রৌদ্র লাগে না। কামস্কাট্‌কা দেশবাসি রুসীয়ানেরা ঐ নাড়ীদ্বারা সারসীর কার্য্য সম্পন্ন করে। কামস্কাট্‌কা দেশীয় লোকেরা ভালূকের স্কন্ধের অস্থিতে ঘাস কাটিবার অস্ত্র প্রস্তুত করে। বাসস্থানের নিকটে যে সকল বৃক্ষ থাকে তাহাদিগের শোভার্থে ভালূকের মস্তক ও দাবনা টাঙ্গাইয়া রাখে।

তাহারা ভালূকদ্বারা অনেক ঔষধ জানিতে পারে। শরীরে আঘাত লাগিলে ভালূকেরা যে গাছের রস দিয়া

ক্ষত সুস্থ করে, তাহারাও সেই গাছের রস দেয়। জ্বর হইলে ভালূকেরা যে গাছের রস খায়, তাহারাও জ্বর রোগে সেই রস পান করিয়া থাকে। অতএব ভালূক সেই দেশের লোকের পক্ষে মহোপকারক।

মনুষ্যের প্রতি ভল্লূকের স্নেহ।

লরাইন দেশের রাজা লিয়োপোল্‌দের এক ভালূক ছিল। মার্ক বলিয়া সকলে তাহাকে ডাকিত। ১৭০৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে শীত কালে এক অনাথ বালক সাবয়ার্ড দেশহইতে লরাইনের রাজধানীতে আসিয়াছিল। তথায় কোন স্ত্রীলোক দয়া করিয়া ঐ ভালূক যে গৃহে থাকিত সেই গৃহের পার্শ্ববর্ত্তি কুঠরীতে তাহাকে রাখিলেন। বালক রাত্রিতে শীতে অতিশয় কাতর হইয়া নির্ভয়ে ভালূকের গৃহে প্রবেশ করিল। ভালূক বালককে নিতান্ত কাতর দেখিয়া স্নেহ পূর্ব্বক আপন ক্রোড়ের মধ্যে রাখিল। বালক সুখে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়া বহির্গত হইল, কিন্তু রাত্রি বৃত্তান্ত কাহাকেও কহিল না। বালকের শীত নিবারণের উপায়ান্তর ছিল না, সুতরাং প্রতিদিন রাত্রিতে ভালূকের গৃহে যাইত। কিঞ্চিৎ কাল পরে ভালূক আপন আহারের মধ্যহইতে কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য বালকের জন্যে রাখিতে লাগিল। বালক যথাকালে ভালূকের নিকটে গিয়া উহা আহার করিত।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার রক্ষকও অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। একদা ভালূকের সন্ধ্যা-

কালীন আহার দ্রব্য দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। যখন রক্ষক খাদ্য দ্রব্য লইয়া গেল, দেখিল এক বালক ভালূকের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ভালূক রক্ষকের প্রতি ক্রোধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভালূকের আকার দেখিয়া রক্ষকের স্পষ্ট বোধ হইল যে পাছে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এ জন্য ভালূক সাবধান হইয়া যাইতে সঙ্কেত করিতেছে। বালকের নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে ভালূক সে রাত্রিতে আহার পর্য্যন্তও করিল না।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ক্রমে ক্রমে প্রচার হইয়া রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজসভাসদেরা এই বিষয়ের তথ্য জানিবার নিমিত্ত ভালূকের অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং গোপনে থাকিয়া দেখিলেন যত ক্ষণ বালক ভালূকের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতে লাগিল তত ক্ষণ ভালূক স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর বালক উঠিয়া দেখিল সকলে এই বিষয় জানিতে পারিয়াছে। তখন সে ভয় করিতে লাগিল যে আমি এরূপ অসৎসাহসি কর্ম্ম করিয়াছি, হয় তো রাজা আমার দণ্ড করিবেন। যাহা হউক, ভালূক বালকের জন্য যে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়াছিল তাহা স্নেহ পূর্ব্বক খাইতে দিল। বালক চারি দিকে লোকারণ্য দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। কৌতুকদর্শি রাজসভাসদেরা তাহাকে খাইতে কহিলে সে খাইল। অনন্তর সভাসদেরা সেই বালককে রাজার নিকটে লইয়া গেলেন। রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং সেই অনাথ বালকের প্রতি সদয় হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের নিমিত্ত লোক

নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনেকেই তাহার দুরবস্থা ও এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া তাহাকে কিছু কিছু দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব যদি সে অল্প দিনের মধ্যে মরিয়া না যাইত, তাহা হইলে অনায়াসে ধনবান্ হইতে পারিত।

ভালূক মারিবার উপায়।

ব্যাধেরা প্রায় গুলি ও তীরদ্বারা ভালূকের প্রাণ বধ করে। লাপ্‌লাণ্ড দেশীয় লোকেরা মুদ্‌গর প্রহারদ্বারা ভালূকের জীবন বিনাশ করে। কিন্তু সচরাচর প্রায় গুলি মারিয়া প্রথমতঃ আহত ও ভূমিতে পাতিত করে, পরে শূল্‌পীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। আশিয়ার উত্তরস্থ শিবির দেশীয় লোকেরা, ভালূক যে পথে সর্ব্বদা গতাগতি করে সেই পথের মধ্যে অনেক ভারি ভারি কাষ্ঠ একত্র করিয়া এক প্রকার কল পাতিয়া রাখে। ভালূক উহা স্পর্শ করিবামাত্র চাপা পড়ে, ও চেপ্‌টা হইয়া যায়।

ভালূক ধরিবার আর এক প্রকার উপায় এই যে ব্যাধেরা ভালূকের যাতায়াত পথে গভীর গর্ত্ত খনন করে। ঐ গর্ত্তের মধ্যে সূঁচল কাষ্ঠ পুতিয়া গর্ত্তের মুখ এমত কোন অসার বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঘাস ছড়াইয়া রাখে যে হঠাৎ গর্ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। গর্ত্তের কিঞ্চিৎ দূরে মনুষ্য অথবা কোন পশুর প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া আপনারা গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকে। ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে টেঁটা

প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সংযুক্ত ও লম্বা দড়ি আবদ্ধ থাকে। ঐ দড়ি অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রাখে। ভালূক আসিয়া প্রথমতঃ ঐ রজ্জু ধরিয়া টানে, তাহাতেই প্রতিমূর্ত্তি নড়িয়া উঠে; পরে মনুষ্য জ্ঞানে ভালূক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আক্রমণ করিবার আশয়ে যেমন দৌড়িয়া যায় অমনি গর্ত্তে পতিত হয়, ও সূঁচল কাষ্ঠ অঙ্গে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যদি ইহাতেও কোন প্রকারে রক্ষা পায়, তাহা হইলে অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া গর্ত্তহইতে উঠে, ও দৌড়িয়া গিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে দৃঢ়রূপে জড়িয়া ধরে। যত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক জড়িয়া ধরে ততই টেঁটা গাত্রে বিদ্ধ হইতে থাকে। ব্যাধও সুযোগ বুঝিয়া ভালূকের নিকটবর্ত্তী হইয়া মারিয়া ফেলে।

কেবল ভূমির উপরেই কল পাতিয়া ভালূক মারা যায় এমত নহে; গাছের ডালে ফাঁসি ঝুলাইয়াও ভালূক মারা যায়। কামস্কাট্কা দেশের পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামে কতকগুলি লোক বাস করে। তাহাদিগকে কড়িয়াক্ কহে। তাহারা ভালূক মারিবার নিমিত্ত গাছের বাঁকা ডালে ফাঁসি পাতিয়া খাদ্য দ্রব্য রাখে। ভালূক যেমন উহা খাইতে যায় অমনি ফাঁসি গলায় লাগিয়া ঝুলিয়া পড়ে। পরে ক্রোধে যত আস্ফালন করে ততই টুঁটিতে ঐ ফাঁস কসিতে থাকে। তাহাতেই ভালূক প্রাণত্যাগ করে।

ভালূক মধু পান করিতে অতিশয় ভাল বাসে, এজন্য রুসিয়া দেশীয় লোকেরা যে গাছে মৌচাক থাকে সেই গাছের ডালে মৌচাকের নিকট এক বৃহৎ প্রস্তর অথবা কাষ্ঠ ঝুলাইয়া রাখে। ভালূক উহা না ঠেলিয়া মৌ-

চাকের নিকট যাইতে পারে না, সুতরাং যেমন ঠেলা দেয় অমনি উহা বেগে আসিয়া গায়ে লাগে। পুনর্ব্বার রোষ-বশতঃ বল পূর্ব্বক ঠেলিয়া ফেলিলে আবার অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই রূপে প্রস্তরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভালূক যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না মরে, অথবা বৃক্ষহইতে ভূতলে না পড়ে, তাবৎ ক্রোধ নিবৃত্তি হয় না, ও বল পূর্ব্বক ক্রমিক প্রস্তর ঠেলিতে থাকে।

উত্তর দেশীয় লোকেরা যে স্থান সমান, উচ্চ নীচ নয়, তথায় ভালূক দেখিলে তাহার নিকটে গিয়া কৌশল করিয়া মারিয়া ফেলে। তাহারা দক্ষিণ হস্তের কুণা পর্য্যন্ত শক্ত চর্ম্ম দিয়া আচ্ছাদন করে। ঐ হস্তে দুই মুখ ছোরা থাকে, এবং বাম হস্তে আর এক খান ছোরা লইয়া সমান ভূমিতে ভালূক শীকার করিতে যায়। ভালূক মনুষ্যকে আসিতে দেখিলে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সম্মুখের পা তুলিয়া দাঁড়ায়। মনুষ্য নির্ভয়ে নিকটে গিয়া উহার মুখের মধ্যে দক্ষিণ হস্ত স্থিত ছোরা খাড়া করিয়া দেয়। ভালূক কোন প্রকারে মুখ বন্ধ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত যাতনা গ্রস্ত হয়। পরে সে বাম হস্ত স্থিত ছোরাদ্বারা ভালূকের উদর বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে।

শুক্লবর্ণ ভল্লূক।

হিমপ্রধান দেশে শুক্ল ভল্লূক জন্মে। উত্তর মেরু অতি-শয় হিমপ্রধান, সুতরাং তথায় অনেক শুক্ল ভল্লূক জন্মিয়া থাকে। ইহারা লম্বে প্রায় আট হাত। অন্য জাতীয় ভল্লূক অপেক্ষা ইহাদিগের মস্তক, গলদেশ, ও শরীর কিছু লম্বা; কর্ণ ও চক্ষু অতি ক্ষুদ্র; দন্ত বৃহৎ। গায়ে শুক্লবর্ণ লম্বা লম্বা মোটা মোটা লোম আছে। ইহাদিগের নাসি-কা ও নখের অগ্রভাগ কাল, তদ্ভিন্ন সকল অঙ্গই শ্বেতবর্ণ। ইহারা অতিশয় বলবান্।

যে সকল ভালূক মেরুর নিকটে থাকে তাহারা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে কোন প্রকারে থাকিতে পারে না। কোন সাহেব উত্তর মেরুর একটা শুক্ল ভল্লূক শিবির দেশে আনিয়াছিলেন। শিবির দেশ মেরুর নিকটবর্ত্তী; সুতরাং হিমপ্রধান বটে। সেখানেও গ্রীষ্ম প্রযুক্ত ভালূকটা গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিত না। পারিস্ নগরের পশুশালায়

ঐ রূপ একটা শুক্ল ভল্লূক ছিল। তথায় গ্রীষ্ম কালে তাহার এমত গ্রীষ্ম বোধ হইত যে প্রতিদিন মাটি সত্তর কলসি জল তাহার গায়ে না ঢালিলে সে সুস্থ থাকিত না। সেই ভালূকটা তিন সের ময়দার অধিক রুটী খাইত না, কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত স্থূল ছিল। শ্বেত ভালূক মাত্রেই প্রায় স্থূলাকার। এক একটার শরীরে পঞ্চাশ সের পর্য্যন্ত চর্ব্বি থাকে।

শুক্ল ভল্লূক ভল্লূকীকে অতিশয় ভাল বাসে। ব্যাধেরা ভল্লূকীকে গুলি মারিয়া বধ করিলে যদি ভল্লূক উহার মৃত দেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিকটে আইসে, ও ঐ মৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া সম্মুখের পাদদ্বারা স্পর্শ করত নানা প্রকার স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে। গুলি খাইয়া আপনি প্রাণত্যাগ করে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিয়া যায় না।

শীত কালে শুক্ল ভল্লূক বরফের নীচে চাপা পড়িয়া মেরু দেশীয় সমুদায় রাত্রি অর্থাৎ ছয় মাস অচৈতন্য থাকে। সূর্য্যোদয় হইলে পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠে।

শুক্ল ভল্লূক কত দিন বাঁচে, ইহা নিশ্চয় জানা যায় নাই। কিন্তু অতিশয় হিমপ্রধান দেশে থাকিলে ইহারা যে রূপ সুস্থ থাকে ও যত দিন বাঁচে, যে দেশে কিঞ্চিৎ গ্রীষ্ম বোধ হয় সে দেশে তাদৃশ সুস্থ থাকে না, তত দিন বাঁচেও না। পারিস্ নগরের পশুশালায় একটা ভালূক ছিল। যখন তাহাকে আনিয়াছিল, তখন সে যুবা, কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যেই তাহার নানা পীড়া জন্মিয়াছিল, এবং দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। বোধ হয় জন্ম স্থানে থাকিলে তাহার এরূপ রোগ ও অস্বাস্থ্য জন্মিত না।

উত্তর মেরু ও আইস্‌ল্যাণ্ড উপদ্বীপে বরফ জমাট হইয়া থাকে। ঐ বরফ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যে যে দেশে যায়, ভালূকেরা উহার উপরে উঠিয়া সেই সেই দেশে গিয়া মেষ ছাগল প্রভৃতি পশুদিগকে ধরিয়া আহার করে। গ্রামস্থ লোকেরা একত্র হইয়া কাহারও বা প্রাণ সংহার করে, কতক বা লোকদ্বারা তাড়িত হইয়া পুনর্ব্বার সেই জমাট বরফের উপরে উঠিয়া যে দিকে বায়ুর বেগ হয় সেই দিকে চলিয়া যায়। যত দিন বরফের উপরে থাকে কিছু খাইতে পায় না। পরে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মনুষ্য দেখিলেও আক্রমণ করিবার চেষ্টা পায়। যদি সেই সময়ে লোকেরা ভালূকের সম্মুখে কোন খেলনা অথবা দস্তানা ফেলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হয়। ভালূক উহা উল্‌টিয়া পালটিয়া না দেখিয়া ক্ষান্ত হয় না। এই অবকাশে অনায়াসে পলা-ইয়া যাইতে পারা যায়।

আইস্‌লাণ্ডের উত্তরে গ্রীনলাণ্ড নামক এক বৃহৎ দেশ আছে। তদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় মৎস্য আহার করিয়াই প্রাণ ধারণ করে। তাহারা প্রায় স্ত্রী পুরুষে এক ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়া থাকে। ঐ নৌকা জমাট বরফের নিকটে গেলে, যদি ঐ বরফের উপর ভালূক থাকে, অমনি ঝম্প দিয়া নৌকায় পড়ে। কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট করে না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকে; তথাপি নাবিকেরা ভয় প্রযুক্ত ভালূককে শীঘ্রই তীরে নামাইয়া দেয়।

শুক্ল ভল্লুকের হিংস্রতা।

আশিয়ার উত্তরে নোবাজেমব্লা নামে এক দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপ উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী। শ্রবণ করা গিয়াছে যে তথায় ভালূকেরা নাবিকদিগকে ধরিয়া অনেক লোকের সমক্ষেও স্বচ্ছন্দে বসিয়া আহার করিয়াছে, কিছু মাত্র ভয় করে নাই।

ইউরোপের অনেক জাহাজ প্রতি বৎসর তিমি মৎস্য ধরিতে উত্তর সমুদ্রে গিয়া থাকে। একদা একখান জাহাজের ক্ষুদ্র নৌকা জাহাজ ছাড়িয়া তীরে যাইতেছিল। দূরহইতে নৌকার লোকেরা এক ভালূক দেখিল, ও তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি ঐ ভালূককে গুলি মারিল। ভালূক ক্রোধান্বিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে নৌকা ধরিবার জন্য জমাট বরফের উপর দিয়া দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। নৌকার নিকট না আসিতে আসিতে আর এক গুলি মারিল। ভালূক কিছুতেই ভয় না পাইয়া দ্রুত বেগে আসিয়া নৌকা ধরিল, এবং নৌকায় উঠিবার জন্য যেমন সম্মুখের এক পা নৌকার উপর দিল, অমনি এক নাবিক কুঠারদ্বারা ভল্লূকের পা কাটিয়া দিল। পরে নাবিকেরা নৌকা ফিরাইয়া জাহাজের নিকটে যাইতে লাগিল। ভালূকও সাঁতার দিয়া নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। জাহাজের লোকেরা অনেক গুলি মারিল, তথাপি ভালূক মরিল না। সন্তরণদ্বারা জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া সিঁড়ি দিয়া জাহাজের উপরে উঠিল। ভালূকের এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া জাহাজের লোকেরা ত্রস্ত ও সমব্যস্ত

হইয়া জাহাজের রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক মাস্তুলের উপর যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভালূকও ঐ রজ্জু ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিল, এমত সময়ে আর এক গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শুক্ল ভল্লূকের ঘ্রাণশক্তি।

এক জন জাহাজের অধ্যক্ষের মুখে শ্রবণ করা গিয়াছে যে গ্রীনলাণ্ড দেশীয় শুক্ল ভল্লূকের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল। জাহাজের লোকেরা তিমি মৎস্য ধরিয়া তাহার তৈল বাহির করিয়া লয়; পরে তীরহইতে ছয় সাত ক্রোশ দূরে উহার মৃত দেহ জলে ফেলিয়া দেয়। ভালূকেরা এত দূরহইতেও তাহার গন্ধ টের পায়, ও সোজা হইয়া দাঁড়াইয় সম্মুখের পাদদ্বারা বায়ু সঞ্চালন পূর্ব্বক গন্ধদ্বারা স্থান নিরূপণ করে। পরিশেষে সাঁতার দিয়া তথায় উপস্থিত হয়, এবং ঐ পরিত্যক্ত মৃত মৎস্য আহার করে।

শুক্ল ভল্লূকের সন্তানস্নেহ।

অতিশয় হিম প্রযুক্ত অদ্যাপি কেহ উত্তর মেরু পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই; কিন্তু কতক দূর যাওয়া যায়। তথাকার দ্বীপ উপদ্বীপ, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, এবং কোথায় কি দেশ আছে, এই সকল জানিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রতিবৎসর কয়েকখান জাহাজ তথায় পাঠাইয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ কাল হইল একখান জাহাজ তথায় গিয়া বরফে বদ্ধ হইয়াছিল। নাবিকদিগকে সাবধান করিবার

জন্য ঐ জাহাজের মাস্তূলে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে একদা প্রাতঃকালে কহিল যে তিনটা ভালূক জমাট বরফের উপর দিয়া দৌড়িয়া জাহাজের দিকে আসিতেছে। জাহাজের লোকেরা এক জলজন্তু মারিয়া জাহাজের কিঞ্চিৎ দূরে তাহার চর্ব্বি জ্বালাইতেছিল; বোধ হয় ভালূকেরা তাহারই গন্ধ পাইয়া জাহাজের নিকটে আসিতেছিল। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল যে একটা ভল্লূকী দুইটা শাবক সমভিব্যাহারে করিয়া আসিতেছে। দুইটা শাবকও প্রায় ভল্লূকীর সমান। যে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছিল ভল্লূকী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ জন্তুর চর্ব্বি যাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় নাই তাহা টানিয়া আনিল, ও অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল, সুতরাং চক্ চক্ করিয়া খাইতে লাগিল। ঐ জন্তুর মাংস জাহাজে ছিল, লোকেরা তাহার কিঞ্চিৎ অংশ বরফের উপর ফেলিয়া দিল। ভল্লূকী ঐ মাংস শাবকদিগকে বিভাগ করিয়া দিল, ও আপনার নিমিত্ত অত্যল্প রাখিল। জাহাজহইতে ফেলিয়া দিবার সময় জাহাজের নিকটে যে যৎকিঞ্চিৎ মাংস পড়িয়াছিল তাহা আনিবার নিমিত্ত ভল্লূকী যেমন যাইতেছিল অমনি লোকেরা তাহাকে ও শাবকদিগকে গুলি মারিল। শাবকেরা মরিয়া গেল, কিন্তু ভল্লূকী তখন মরে নাই।

এই সময়ে ভল্লূকী শাবকদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল তাহা দেখিলে সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই। ভল্লূকী গুলির আঘাতে অতিশয় কাতর হইয়াও অতি কষ্টে শাবকদিগের নিকটে গেল, ও জাহাজের নিকটহইতে যে

মাংস আনিয়াছিল তাহা পূর্ব্বের ন্যায় শাবকদিগকে বিভাগ করিয়া দিল। উহারা খাইল না দেখিয়া দুঃখ-সূচক শব্দ করিতে লাগিল। পরে উহাদিগকে উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিল না দেখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মুখ ফিরাইয়া ডাকিতে লাগিল, এবং তাহাতেও উঠিল না দেখিয়া পুনর্ব্বার নিকটে আসিয়া উহাদিগের শরীর আ-ঘ্রাণ করিতে ও ক্ষত চাটিতে লাগিল। আবার কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মুখ ফিরাইয়া কিছু কাল থাকিল। পুনর্ব্বার নিকটে আসিয়া সম্মুখের পাদদ্বারা উহাদিগের শরীর স্পর্শ করত বারম্বার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতে লাগিল। পরিশেষে যখন দেখিল শাবকেরা জীবিত নাই, তখন অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া ক্রোধভরে জাহাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অমনি আর এক গুলি খাইয়া ভূতলে পড়িল, এবং শাবকদিগকে চাটিতে চাটিতে মরিয়া গেল।

বিড়াল।

বিড়ালের অবয়ব ও জন্মের বিবরণ লিখিবার আবশ্যকতা নাই, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিড়ালের যে সকল বৃত্তান্ত অনেকে জানেন না তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিড়াল কখন বিশ্বাস যোগ্য নয়। ইন্দুর, ছুঁচা, সর্প প্রভৃতি মনুষ্যের অনিষ্টকারক জন্তুদিগকে যদি নষ্ট না করিত, তাহা হইলে কেহ উহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিত না। বিড়াল বাল্যাবস্থায় সুদৃশ্য, এবং ক্রীড়া কৌতুকদ্বারা প্রীতি জন্মায় বটে, কিন্তু অতিশয় হিংস্র, ও কোন প্রকারে বশীভূত হয় না। ইহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক আপন দুষ্ট স্বভাব গোপন করিয়া রাখে, কখন পরিত্যাগ করে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়ায়। খাদ্য দ্রব্য দেখিলেই

কাড়িয়া খাইতে ইহাদিগের ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু লোকের নিকটে নম্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা গোপন করিয়া রাখে। বিড়াল চোরের ন্যায় আপন অভিপ্রায় গোপন করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। সুযোগ পাইলেই তৎক্ষণাৎ খাদ্য দ্রব্য মুখে করিয়া পলায়ন করে। প্রতিফল পাইবার ভয়ে শীঘ্র আর তথায় আইসে না। যখন বুঝিতে পারে যে লোকদিগের ক্রোধ নিবৃত্তি হইয়াছে, তখন আবার ফিরিয়া আইসে।

বিড়াল প্রতিপালককে মনের সহিত ভাল বাসে না। কুকুর যেমন প্রতিপালকের সহিত মিলনে ও তাঁহার সুখে সুখী হয়, বিড়াল তেমন নহে। ইহারা যে স্থানে থাকে সেই স্থানকেই ভাল বাসে, প্রতিপালককে ভাল বাসে না। এই জন্তু অতিশয় স্বার্থপর। স্বার্থসাধনের সময় ব্যতিরেকে আর কখন মনুষ্যের নিকটে যায় না। বোধ হয় এই জন্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক পরম্পরায় কহিয়া থাকে যে ছাগল মনে মনে শাপ দেয়, "প্রভু ও তাহার সন্তান সন্ততি মরুক, এবং প্রভুর গৃহ দগ্ধ হউক, তাহা হইলে আমি অকুতোভয়ে বাটীর চারি দিকে বেড়াইতে পারি, এবং প্রাচীর ও প্রাসাদে যে সকল ঘাস ও তৃণ জন্মে তাহা স্বচ্ছন্দে আহার করি।" বিড়াল মনে করে যে "প্রভু ও তাহার স্ত্রী অন্ধ হউক, আমি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য ভোজনপাত্রহইতে উঠাইয়া লই।" কিন্তু কুকুর মনে মনে প্রার্থনা করে, "প্রভুর বংশ বৃদ্ধি হউক, যে সকলে আমাকে এক এক মুষ্টি খাদ্য দ্রব্য দিলে আমার উদর পরিপূর্ণ হইবে।"

বিড়ালী বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার প্রসব হয়। এক এক বারে পাঁচ ছয় সন্তান জন্মে। প্রসবের পর বিড়ালী শাবকদিগকে মুখে করিয়া লইয়া গিয়া এমত স্থানে রাখে যে তথায় কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না; সন্তান-দিগকে দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্তন্য পান করায়; পরে ইন্দুর ও পক্ষিশাবকের মাংস খাইতে শিখায়। বড় বড় বিড়াল শাবকদিগকে দেখিতে পাইলে খাইয়া ফেলে, এজন্যে বিড়ালী অতি নিভৃত স্থানে আপন সন্তানদিগকে লুকাইয়া রাখে। মাতা পুত্রের মাংস খাইয়া উদর পূরণ করে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাই; কিন্তু কোন কোন বিড়ালী প্রসব হইবামাত্র সন্তানদিগকে খাইয়া ফেলে।

বিড়ালী ক্রোধ ও প্রীতি প্রকাশের সময়ে যে এক প্রকার শব্দ করে, উহা শুনিতে অতি কুশ্রাব্য ও কর্কশ। ইহাদিগের শব্দ অধিক দূরহইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। বিড়াল সকল পরস্পর সজাতির শব্দ বুঝিতে পারে। একদা এক বিড়ালের শব্দ শুনিয়া পাঁচ শত বিড়াল নানা স্থান-হইতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল। কোন বিড়াল দুঃখ-সূচক শব্দ করিলে অনেকে তাহার নিকটে আইসে, ও সেই রূপ দুঃখপ্রকাশক শব্দ করিতে থাকে। কখন কখন সকলে মিলিয়া শব্দকারি বিড়ালকে আক্রমণ ও নখাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, পরে আপনারাও পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কেহ বা মৃত কেহ বা ক্ষতবিক্ষতদেহ হয়। কেহ অক্ষত থাকিতে প্রায় যুদ্ধ নিবৃত্তি হয় না। এই রূপ ভয়ঙ্কর বিড়ালযুদ্ধ প্রায় রাত্রিতেই হইয়া থাকে। এমত যুদ্ধ সচ-রাচর প্রায় ঘটে না, এজন্যে অনেকে ইহার সত্যতা বিষয়ে

সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু কোন প্রামাণিক লোক এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

বিড়াল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুকে আক্রমণ ও বিনাশ করিতে অতিশয় ভাল বাসে। পক্ষিশাবক, শশকশাবক, মূষিক, চামচিকা, ঘুরঘুরে পোকা, ভেক, টিকটিকী, সর্প ইত্যাদি, যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই আক্রমণ করে। কুকুর যেমন ঘ্রাণশক্তিদ্বারা শীকার করে, বিড়াল সেরূপ নয়। বিড়াল দর্শনশক্তিদ্বারা শীকার করিয়া থাকে। কোন নিভৃত স্থানে গুপ্তরূপে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, এবং কীটাদি দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ ধরে। বিড়াল অতি খল জাতি। মাংসাদি ভোজনদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলেও ক্ষুদ্র জন্তু দেখিতে পাইলেই প্রথমতঃ তাহাদিগের সহিত খেলা করে, পরে অনেক ক্লেশ দিয়া মারিয়া ফেলে।

মনুষ্যের ও অন্যান্য জন্তুর চক্ষুর তারা আলোকের সময় কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার হয়। কিন্তু বিড়াল, পেচক, ও চামচিকার চক্ষুর এমত শক্তি আছে যে তন্মধ্যস্থিত তারা আলোকে লম্বমান রেখার ন্যায় হইয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহারা দিন অপেক্ষা রাত্রিতে সুন্দররূপ দেখিতে পায়। দিনের বেলায় সূর্য্য উদিত হইলে চক্ষুর তারা লম্বাকৃতি হওয়াতে বিড়াল প্রায় দেখিতে পায় না; কিন্তু সূর্য্য অস্তগত হইলে চক্ষুর তারা ক্রমে ক্রমে গোল হইতে থাকে। তাহাতেই বিড়াল সুন্দররূপ দেখিতে পায়; ইহারা যে রাত্রি কালে অনায়াসে শীকার করিতে পারে ইহার কারণ কেবল এই। বিড়াল দিনের বেলায় সম্পূর্ণরূপ দেখিতে পায় না, এজন্যে প্রায় সমস্ত দিন নিদ্রা যায়।

সন্ধ্যা হইলেই শীকারে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রাতঃকালে নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত নিভৃত স্থান অন্বেষণ করে।

বিড়াল আমাদিগের গৃহে থাকে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পোষ মানে না, এবং প্রতিপালকের কথা শুনে না। ইহারা অত্যন্ত স্বার্থপর। যখন কোন বাটী বা গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। যাহারা খাইতে দেয় বিড়াল তাহাদিগকে ভাল না বাসিয়া যে স্থানে খাইতে পায় সেই স্থানকেই ভাল বাসে। ইহারা সর্ব্বদা যে বাটীতে থাকে তথাহইতে দুই ক্রোশ পথ দূরে ছাড়িয়া দিলেও পুনর্ব্বার সেই খানে ফিরিয়া আইসে। পূর্ব্বে যে বাটীতে ছিল সে খানে কোথায় মূষিকাদির গর্ত্ত আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে, কিন্তু নূতন ও অপরিচিত স্থানে গিয়া উহার সন্ধান করা অধিক আয়াসসাধ্য, তাহা অপেক্ষা অল্প আয়াসেই পূর্ব্ব স্থানে যাওয়া যায়। বোধ হয় এই বিবেচনা করিয়াই বিড়াল নূতন বা অপরিচিত স্থানে থাকে না, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আইসে।

বিড়াল সূর্য্যের উত্তাপ এবং উষ্ণ স্থানে শয়ন করিয়া থাকিতে অতিশয় ভাল বাসে। জল ও শীতকে ভয় করে; দুর্গন্ধকে ঘৃণা করে; সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইলে অত্যন্ত প্রীত হয়। যাহাদিগের শরীরে কোন সুগন্ধি দ্রব্য থাকে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক এবং তাহাদিগের গায়ে গাত্রস্পর্শ করিতে ভাল বাসে। গন্ধভাদালীর গন্ধ আঘ্রাণ করিলে বিড়ালের অতিশয় সন্তোষ জন্মে। এজন্যে যে খানে গন্ধভাদালী গাছ থাকে ইহারা গন্ধদ্বারা টের পায়,

ও তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ গাছে গা ঘষিয়া গড়াগড়ি দিয়া উহাকে নষ্ট করে। বিড়ালেরা এই রূপে নষ্ট করে বলিয়া লোকেরা গন্ধভাদালী গাছ বাঁধিয়া রাখে।

দেড় বৎসর না হইলে বিড়াল পূর্ণবয়স্ প্রাপ্ত হয় না। এক বৎসর বয়স্ হইলেই ইহাদিগের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মে, এবং যাবজ্জীবন ঐ শক্তি থাকে। এই জন্তু সচরাচর নয় দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। কোন কোন বিড়াল কুড়ি একুশ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচে। বিড়ালেরা অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিতে পারে; এই নিমিত্ত ইংরাজেরা বিড়ালের নয় প্রাণ আছে বলিয়া থাকেন। ইহারা আহার করিবার সময় আস্তে আস্তে অতি কষ্টে আহার করে। বিড়ালের দন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এবং অন্যান্য পশুর দন্তের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ নয়। এই জন্যে বিড়াল খাদ্য দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিতে পারে, কিন্তু চর্ব্বণ করিতে পারে না। চর্ব্বণ করিতে পারে না বলিয়া মৎস্য প্রভৃতি কোমল দ্রব্য খাইতে ভাল বাসে, ও সর্ব্বদা উহারই অন্বেষণ করে। বিড়াল বারম্বার জল পান করে। ইহারা অত্যন্ত সজাগ; নিদ্রাবস্থায় কোন শব্দ শুনিলে অমনি জাগরিত হয়। কখন কখন লোকদিগকে কপট নিদ্রাও দেখাইয়া থাকে। যখন চলিয়া যায় আস্তে আস্তে নিঃশব্দে যায়। বিড়ালের রোম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক থাকে। রাত্রি কালে ঐ রোম উল্টা দিকে ঠেলিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। রাত্রিতে বিড়ালের চক্ষু হীরার ন্যায় জ্বলে।

বিড়াল রৌদ্রের ও অগ্নির উত্তাপে শয়ন করিয়া থাকিতে ভাল বাসে বটে, তথাপি শীকার করিবার সময় ধৈর্য্যাব-

লম্বন পূর্ব্বক শীত সহ্য করে। শীকার করিবার আশয়ে শীত কালেও গৃহের বাহিরে নিভৃত স্থানে স্থির হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে।

আমরা বিড়ালের অনেক দোষ উল্লেখ করিলাম বলিয়া যেন কাহারও এমত ভ্রম না হয় যে বিড়ালকে ঘৃণা ও হিংসা করা কর্ত্তব্য। ইহারা জগদীশ্বরের সৃষ্ট সচেতন পদার্থ। মনুষ্যের অপকারক বটে, কিন্তু অনেক উপকারেও আইসে। এক জন সুবিজ্ঞ সাহেব কহেন যে বিড়াল যাহার আশ্রয়ে থাকে তাহাকে ভাল বাসে না, তাহার কোন উপকার করে না, কেবল স্বার্থ সাধনেই সচেষ্টিত, এ কথা অতি ভ্রান্তিমূলক। বিড়াল প্রভুভক্তি বিষয়ে কুকুর অপেক্ষা ন্যূন বটে, কিন্তু এক বারেই প্রভুভক্তি শূন্য নহে। কেহ কেহ কহেন বিড়াল জাতি অত্যন্ত ধূর্ত্ত। বিড়াল ধূর্ত্ত, এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু জগদীশ্বর তাহার যেরূপ আহার নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, বিড়াল ধূর্ত্ত না হইলে কোন ক্রমেই তাহা সংগ্রহ করিতে পারিত না। দেখ, মূষিক জাতি বিড়ালের এক আহার দ্রব্য। মূষিক স্বভাবতঃ চতুর ও সতর্ক, পলাইবার কত প্রকার পন্থা জানে। ধূর্ত্ত না হইলে বিড়াল কখন তাহাকে শীকার করিতে পারিত না। অতএব ধূর্ত্ত ও দুষ্টস্বভাব বলিয়া বিড়ালকে ঘৃণা ও হিংসা করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

এক সময়ে এই পশু এমত প্রয়োজনোপযোগী ও আদরণীয় হইয়াছিল যে কোন কোন দেশের রাজা ইহার রক্ষার নিমিত্ত আইন প্রচার করিয়াছিলেন। নয় শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল হইল ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তি ওএল্‌স দেশের অধিপতি ডাল হৌএল নামক কোন ব্যক্তি মহার্ঘ

পশু সকলের মূল্য বিষয়ক এক আইন প্রচার করিয়াছিলেন; সেই আইনে মহার্ঘ ও মহোপকারক পশুর মধ্যে বিড়ালও গণিত হইয়াছিল। বিড়ালের মূল্যও এই রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে যত দিন বিড়ালের চক্ষু না ফুটে, তত দিন তাহার মূল্য এক মনুষ্যের এক দিনের বেতন। চক্ষু ফুটিলে তাহার মূল্য উহার দ্বিগুণ। যখন শাকার করিবার উপ-যুক্ত হয়, তখন তাহার মূল্য উহার চতুর্গুণ, অথবা এক মেষের মূল্যের তুল্য।

সুন্দর লোমবিশিষ্ট এক প্রকার বিড়াল ইংলণ্ড দেশে এমত দুর্লভ যে ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রূপ এক বিড়াল লণ্ডন নগরে আনীত হইলে তত্রস্থ অনেক লোক উহা দেখিতে গিয়াছিল; এবং এক ব্যক্তি দুই সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লয়।

বিড়ালীর চর্ম্ম অনেক শিল্পকর্ম্মে লাগে। স্পেন দেশে ঐ চর্ম্ম পাওয়া যায়, এবং রুসিয়া দেশহইতে উহা ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে ও চীনদেশে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেশে বিড়ালের লোম কোন কোন প্রয়োজনে লাগিত, এক্ষণে আর প্রায় কোন কর্ম্মেই লাগে না।

অন্যান্য জন্তুর প্রতি বিড়ালের স্নেহ।

জর্ম্মণি দেশে জিমের্মান নামক এক জন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র একটী বিড়ালকে অতিশয় ভাল বাসিত। একদা ঐ বালক পীড়িত হইলে বিড়াল সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থানান্তরে যাইত না।

বালক সেই পীড়াতেই প্রাণত্যাগ করিল। যত দিন তাহার গোর হয় নাই, বিড়াল ক্রমিক ঐ মৃত দেহের নিকটে বসিয়া থাকিত। গোর হইলে পর বিড়াল তাহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইল, এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল।

হেকার্ড নামক এক জন ফরাশী এক বন্য বিড়ালকে অত্যন্ত বশতাপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী চটক পক্ষী ছিল, বিড়াল তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। একদা আর একটা বিড়াল আসিয়া ঐ ক্ষুদ্র পক্ষিকে মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বন্য বিড়াল তাহা টের পাইয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গেল, এবং পক্ষিকে কাড়িয়া আনিল। চটক মৃতপ্রায় হইয়াছিল, এবং অঙ্গ বৈকল্যদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিড়াল চটকের দুঃখ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। অনন্তর চটক চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য প্রাপ্ত হইলে বিড়াল সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

ওএঞ্জল সাহেব লিখিয়াছেন যে আমার একটী কুকুর ও একটী বিড়াল ছিল। তাহারা পরস্পর অত্যন্ত ভাল বাসিত, ও সর্ব্বদা একত্র থাকিত। কুকুর কোন খাদ্য দ্রব্য পাইলে বিড়ালকে ভাগ দিত, বিড়ালও খাদ্য দ্রব্য পাইলে কুকুরকে না দিয়া খাইত না। তাহারা একত্র শয়ন করিত, এক পাত্রে ভোজন করিত; কোন স্থানে যাইতে হইলেও কেহ একাকী যাইত না। আমি একদা তাহাদের পরস্পর প্রণয় পরীক্ষা করিবার জন্য বিড়ালকে গৃহে লইয়া গেলাম, কুকুর বাহিরে

থাকিল। বিড়ালকে খাদ্য দ্রব্য দিলে সে আহ্লাদিত হইয়া খাইতে লাগিল। আমার ভৃত্য একটা পক্ষির মাংস রন্ধন করিয়া অর্দ্ধেক বিড়ালকে খাইতে দিল, অর্দ্ধেক একটা পাত্রে করিয়া আলমারির মধ্যে রাখিল। আমি আলমারির দ্বার ঠেসিয়া দিলাম, কিন্তু চাবি দিলাম না। পরে বিড়ালকে গৃহহইতে বাহির করিয়া দিয়া আমিও বাটীর বাহিরে গেলাম। অনন্তর বাটীতে আসিয়া শুনিলাম, বিড়াল প্রথমতঃ কুকুরের নিকটে গিয়া শব্দ করিয়াছিল, এবং যে গৃহে পক্ষিমাংস ছিল কুকুরকে সঙ্গে করিয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। কার্য্যক্রমে আমার একটী সন্তান ঐ গৃহের দ্বার মুক্ত করাতে কুকুর ও বিড়াল অমনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে বিড়াল আলমারির দ্বার খুলিয়া কুকুরকে মাংস দেখাইয়া দিল, কুকুর খাইতে লাগিল। পুনর্বার আমার স্ত্রী কার্য্যবশতঃ ঐ গৃহের দ্বার মোচন করাতে উহারা উভয়েই পলায়ন করিল। আমি এই ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, এবং তদবধি আমার মনে এই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে পশু সকলও আপন আপন মনের ভাব ও অভিপ্রায় সঙ্কেতদ্বারা পরস্পর জানাইতে পারে।

জর্ম্মণি দেশের অন্তর্গত লিপ্‌সিক নগরের নিকটবর্ত্তি কোন ব্যক্তির গৃহে এক বিড়াল ছিল। ঐ বিড়াল একটা কুক্কুটশাবককে অতিশয় ভাল বাসিত, ও সর্ব্বদা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আশ্চর্য্য এই যে কুক্কুটশাবক বড় হইলেও বিড়াল এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাহার কাছ ছাড়া

হইত না। কুক্কুটদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিলে যখন ঐ শাবক খাইতে যাইত, বিড়ালও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত; এবং যত ক্ষণ তাহার সম্পূর্ণরূপে উদর পুর্ণ না হইত, তাবৎ অন্য কুক্কুটদিগকে তথায় আসিতে দিত না। তাহার আহার করা হইলে অন্যান্য কুক্কুট আসিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাই খাইত।

এক সাহেব কহেন, যে আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তির বাটীতে এক বিড়াল ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈশবাবস্থায় ঐ বিড়ালকে অতিশয় ভাল বাসিত, ও তাহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিত। খেলা করিতে করিতে বালক কখন কখন বিড়ালকে আঘাতও করিত, তথাপি বিড়াল তাহাকে কিছুমাত্র বলিত না, ও বিরক্ত বা ক্রোধান্বিত হইত না। বিড়াল ক্রমে ক্রমে বড় হইলে শীকার করিতে শিখিয়া ইন্দুর ছুঁচা প্রভৃতি ধরিয়া আনিত, এবং না মারিয়া ঐ বালকের নিকটে ছাড়িয়া দিত। বালক তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু না পারিলে বিড়াল পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিত। এই রূপে তাহারা খেলা করিত।

কাল ক্রমে ঐ বালকের বসন্ত রোগ জন্মিল। বিড়াল ক্রমিক চারি দিন পর্য্যন্ত তাহার শয্যার নিকট বসিয়াছিল, এক ক্ষণের নিমিত্তও অন্যত্র যায় নাই। শেষে তাহাকে আর এক গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিল। বালক সেই রোগেই প্রাণত্যাগ করিল, বিড়াল সুযোগক্রমে বন্ধনহইতে মুক্ত হইয়া যে গৃহে বালককে পীড়িত দেখিয়া গিয়াছিল, তথায়

দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু তথায় তাহাকে না দেখিয়া আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল। পরে অন্বেষণ করিতে করিতে যে গৃহে বালকের মৃত দেহ রাখিয়াছিল সেই গৃহের দ্বারদেশে দুঃখিত মনে বসিয়া রহিল।

ঐ বালকের গোর হইলে পর বিড়াল চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত আর সে বটীতে আসে নাই। যখন বাটীতে আসিল তখন অতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আহার না করিয়াই আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে পুনর্বার বহির্গত হইল। অনন্তর কেবল আহারের সময় এক বার বাটীতে আসিত, ভোজন করিয়াই পুনর্বার বাহিরে যাইত। বিড়াল বাহিরে গিয়া কোথায় থাকিত কেহ জানিতে পারে নাই। যে স্থানে ঐ বালকের গোর হইয়াছিল তাহার নিকটে এক প্রাচীর ছিল। পরে দেখা গেল বিড়াল সেই প্রাচীরের ছায়ায় শয়ন করিয়া থাকিত। বিড়াল বালককে এমত ভাল বাসিত যে শীত কাল ব্যতিরিক্ত আর সকল কালেই তাহার গোরস্থানের নিকটে গিয়া শুইয়া থাকিত।

বিড়াল অন্যান্য জন্তুর শাবকদিগকেও লালন পালন করিয়া থাকে। কোন বালকের একটী বিড়ালী ছিল। ঐ বিড়ালীর শাবক ছিল না। একদা বালক কাঠবিড়ালের তিনটী শাবক আনিয়া উহার নিকটে ছাড়িয়া দিল। বিড়ালী আপন সন্তানের ন্যায় উহাদিগকে স্নেহ পুর্ব্বক স্তন্য পান করাইতে লাগিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্যে তথায় অনেক লোকের সমাগম হইল। বিড়ালী ভীত হইয়া শাবকদিগকে লইয়া কোন নিভৃত

স্থানে লুকাইয়া রাখিল, এবং যত দিন পর্য্যন্ত বড় হয় নাই তত দিন গুপ্ত স্থানেই রাখিয়াছিল।

কোন ব্যক্তি এক সাহেবকে একটী শশকশাবক উপঢৌকন দিয়াছিল। সাহেবের ভৃত্যেরা চমসদ্বারা উহাকে দুগ্ধ খাওয়াইত। এই সময়ে ঐ সাহেবের একটী গর্ভিণী বিড়ালী প্রসূত হইলে ভৃত্যেরা তাহার শাবকদিগকে মারিয়া ফেলিল। বিড়ালী সেই শশকশাবককে নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিল। লোকেরা শশকশাবক না দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, কুকুর অথবা বিড়াল তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। চৌদ্দ দিনের পর একদা সাহেব উদ্যানে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে বিড়ালী সেই শাবক সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে সকলে চমৎকৃত হইল।

বিড়ালের মেধা ও বুদ্ধি।

১৮০১ খ্রীষ্টীয় অব্দের জুলাই মাসে পারিস্ নগরে এক স্ত্রী লোক হত হইয়াছিল। কি রূপে তাহার মৃত্যু ঘটিল ইহা জানিবার নিমিত্ত বিচারকর্ত্তা এক জন চিকিৎসক সহিত যে স্থানে ঐ স্ত্রী লোক হত হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইলেন। স্ত্রী লোকের মৃত দেহ যে গৃহে ছিল, তথায় একটা কুকুর ও একটা বিড়াল ছিল। কুকুর ঐ মৃত দেহ চাটিয়া দুঃখসূচক শব্দ করিতেছিল, এবং বিড়াল গৃহের এক কোণে সিন্দুকের উপরে বসিয়া ক্রোধ দৃষ্টিতে উহা